কোনো শিশুর
চোখেই বিদায়ের
কান্না...আর না...!!

আসুন, থ্যালাসেমিয়া বাহক রক্ত পরীক্ষা করে আমরা প্রত্যেকে থ্যালাসেমিয়ামুক্ত সমাজ গড়ার শরিক হই।

মানবিক মূল্যবোধ ও সমাজ সচেতনতার দীপ্ত দর্পণ

সুমধ্যমা

সবার মাঝে, সবের মাঝে

Postal Registration No. Kol RMS/474/2025-2027
Published on 3rd March, 2026

SAVE WATER SAVE LIFE
STPF

March, 2026 Volume-XII, Issue-I | 8 Pages, Rs. 2.00 | R.N.I. No-WBBEN/2015/63375

সম্পত্তি হাতবদল করে অর্থ ঘরে ঢোকাচ্ছে কেন্দ্র

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন

নিজস্ব প্রতিনিধি- কেন্দ্রীয় সরকার দেশের বিভিন্ন জায়গায় যত ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সম্পত্তি আছে তা বেসরকারি সংস্থার হাতে তুলে দিয়ে অর্থ নিজেদের কোষাগারে ঢোকাবার পরিকল্পনা করেছে। এর মধ্যে জাতীয় সড়ক থেকে শুরু করে হোটেল, বিমানবন্দর, রেল স্টেশন, অব্যবহৃত / দখল হওয়া জমি রয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের লক্ষ্য এই পাঁচ বছরে প্রায় ১৬.৭২ লক্ষ কোটি টাকা রোজগার করা। কেন্দ্রের সরকার ২০২১-২০২৫ সালে 'ন্যাশনাল মনিটাইজেশন পাইপলাইন'-এর সূত্র ধরে সরকারি সম্পত্তি বেসরকারি সংস্থার হাতে তুলে দিয়ে ছ'লক্ষ কোটি টাকা আয় করার লক্ষ্য নিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত আয় হয়েছে ৫.৩ লক্ষ কোটি টাকা। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন ঘোষণা করেছিলেন যে, এই পথে আয় বাড়িয়ে ১০ লক্ষ কোটি টাকা আয় করার চেষ্টা করা হবে। নীতি আয়োগ ২৩ শে ফেব্রুয়ারি দ্বিতীয় পর্বে এর লক্ষ্যমাত্রা স্থির করেছে ১৬.৭২ লক্ষ কোটি টাকা। যা আড়াই গুণেরও বেশি।

এক পলকে
দেশ

কেন্দ্রীয় সরকারের ১২টি মন্ত্রকের অধীনে এই ধরনের প্রায় দু'হাজারটি সম্পত্তি রয়েছে। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী বলেন, এই সম্পত্তি নতুন করে কাজে লাগানো হলে লগ্নির রাস্তা খুলবে, পরিকাঠামোতে লগ্নি বাড়বে। কেন্দ্রীয় সরকারের অধিকাংশ মন্ত্রকই চাইছে তাদের অব্যবহৃত সম্পত্তি বেসরকারিভাবে জাতীয় সড়ক নির্মাণ, লজিস্টিক পার্ক তৈরি করা এবং রোপওয়ে নির্মাণ প্রভৃতি কাজে লাগুক। সবচেয়ে বেশি সরকারি সম্পত্তি রয়েছে বিদ্যুৎ মন্ত্রক, রেলমন্ত্রক, বন্দর মন্ত্রকের হাতে।

সংস্কারে মনযোগ

নয়াদিল্লি- কেন্দ্রীয় বাজেটে সংস্কারের দিকেই বেশি লক্ষ্য রেখেছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। আয়করে কোন বদল নেই। বিদেশে পড়াশোনা, চিকিৎসার খরচ কমছে, ক্যান্সারের চিকিৎসায় ১৭টি ওষুধে আমদানি শুল্কে ছাড় দেওয়া হয়েছে। ঘোষণা করা হয়েছে ৩৫০টি সংস্কার। আগামী অর্থ বছরে পরিকাঠামোয় ব্যয় বরাদ্দ ১১.৪ শতাংশ বাড়িয়েছেন অর্থমন্ত্রী। ছোট-মাঝারি শিল্পকে সাহায্য করতে ১০ হাজার কোটি টাকার তহবিল গড়া হয়েছে।

মহার্ঘভাতায় সায়

নয়াদিল্লি- এক দশক আইনি লড়াইয়ের পর ৫ ফেব্রুয়ারি সুপ্রিম কোর্ট পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কর্মীদের বকেয়া ডিএ-র দাবিকে স্বীকৃতি দিল। ডিএ রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের অধিকার-তাও জানিয়ে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। বকেয়া ২৫ শতাংশ ডিএ ৩১ মার্চের মধ্যে দিয়ে দিতে হবে। বাকি টাকার পরিমাণ এবং কিভাবে তা দেওয়া হবে তার জন্য সুপ্রিম কোর্ট একটি কমিটিও গঠন করে দিয়েছে। টাকা আদায়ের জন্য আন্দোলন চলছে।

সিদ্ধান্ত নেবে রাজ্যের বিচার বিভাগ

নয়াদিল্লি- দুটি সাংবিধানিক সংস্থার মতানৈক্যের ফলে পশ্চিমবঙ্গের এসআইআর-এর কাজে বিচার বিভাগকে হস্তক্ষেপের নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট। লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সির শুনানিতে আসা ভোটারদের সমস্যার সমাধানে এবার সিদ্ধান্ত নেবেন জেলা জজ, অতিরিক্ত জেলা জজ এবং অবসরপ্রাপ্ত বিচারবিভাগীয় আধিকারিকগণ। সুপ্রিম কোর্ট সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি নির্ধারণ করার দায়িত্ব কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির ওপর দিয়েছেন। সুপ্রিম কোর্টের এই নির্দেশের ফলে লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি এবং আনম্যাপড হয়ে ওঠা ভোটারদের চূড়ান্ত তালিকায় নাম ওঠা নিয়ে ইআরও-দের আর কোনও ভূমিকাই থাকল না।

শহরে ভূমিকম্প

নিজস্ব প্রতিনিধি- বাংলাদেশের সাতক্ষীরায় উৎপন্ন হওয়ার জেরে ২৭ ফেব্রুয়ারি দুপুরে কাঁপল গোটা শহর ও শহরতলী। এই ভূমিকম্পের জেরে ক্ষয়ক্ষতির হিসেব এখনও মেলেনি।

অ্যাটাক্সিয়া-চিকিৎসার নিয়ন্ত্রণে থাকতে হবে

সঞ্জীব আচার্য্য

অ্যাটাক্সিয়া হলো মস্তিষ্ক, কান বা স্নায়ুতন্ত্রের অন্যান্য অংশের একটি সমস্যা। এটি পেশী নিয়ন্ত্রণের দুর্বলতা এবং একটি অবস্থার স্নায়বিক লক্ষণ। অ্যাটাক্সিয়া একক রোগ নাও হতে পারে। এটি আপনার সেরিবেলাম বা স্নায়ুতন্ত্রের ক্ষতির ফলে ঘটে, যার ফলে অস্বস্তিকর নড়াচড়া, ভারসাম্যের সমস্যা, ঝাপসা কথা বলা এবং দৃষ্টিশক্তির সমস্যা দেখা দেয়।

অ্যাটাক্সিয়া কেন হয়?

জেনেটিক অবস্থা সহ অনেক কারণে অ্যাটাক্সিয়া হতে পারে। এটি সাধারণত মস্তিষ্কের সেরিবেলাম নামক অংশ বা এর সংযোগগুলির ক্ষতির কারনে ঘটে। সেরিবেলাম

পেশী সমন্বয় নিয়ন্ত্রণ করে। এটি স্ট্রোক, টিউমার, একাধিক সেলিওরেসিস, অবক্ষয়জনিত রোগ এবং অ্যালকোহলের অপব্যবহারের কারণেও হতে পারে। কিছু ওষুধও অ্যাটাক্সিয়া সৃষ্টি করতে পারে।

অ্যাটাক্সিয়ার লক্ষণ

অ্যাটাক্সিয়ার লক্ষণগুলি সময়ের সাথে সাথে বিকশিত হতে পারে এবং হঠাৎ শুরু হতে পারে। এটি স্নায়ুতন্ত্রের বিভিন্ন অবস্থার লক্ষণ হতে পারে, যেমন—(১) দুর্বল সমন্বয়, (২) অস্থিরভাবে হাঁটা, (৩) দুর্বল ভারসাম্য, (৪) খাওয়ার সমস্যা, অথবা শার্টের বোতাম লাগাতে সমস্যা, (৫) কথা বলার ধরণে পরিবর্তন, (৬) চোখের সামনে পিছনে নড়াচড়া বা নিয়ন্ত্রণ করা যায় না, এবং (৭) গিলতে সমস্যা।

কারণ

প্রথমত, দীর্ঘমেয়াদী অতিরিক্ত অ্যালকোহল পানের ফলে স্থায়ী অ্যাটাক্সিয়া হতে পারে। দ্বিতীয়ত, ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াতে অ্যাটাক্সিয়া হতে পারে। তৃতীয়ত, ভারী ধাতুর বিষক্রিয়া থেকে উৎপন্ন বিষাক্ত পদার্থে অ্যাটাক্সিয়া হতে পারে। চতুর্থত, নির্দিষ্ট ভিটামিনের খুব কম বা অতিরিক্ত মাত্রা এর কারণ হতে পারে। অ্যাটাক্সিয়া মাঝে মাঝে বিক্ষিপ্ত কারণেও হতে পারে।

অ্যাটাক্সিয়ার চিকিৎসা এবং যত্ন

চিকিৎসা নির্ভর করে এর কারণের উপর। রোগীদের লক্ষণ দেখে চিকিৎসার গতিপথ ঠিক করতে হবে কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই অ্যাটাক্সিয়ার কোন নির্দিষ্ট চিকিৎসা নেই। তবে চিকিৎসা আরও উন্নত করার জন্য গবেষণা চলছে।

জন অরণ্য আছে, চৌরঙ্গী আছে, শংকর নেই

নিজস্ব প্রতিনিধি- মণিশংকর মুখোপাধ্যায়, ছোট করে বলতে গেলে শংকর চলে গেলেন। বাংলার সাহিত্য জগতে একটা নক্ষত্র পতন। বাংলা সাহিত্যকে কাঁধে করে যারা বয়ে নিয়ে গেছেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম শংকর।

বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে উপহারের শ্রেষ্ঠ আকর্ষক বস্তুটি হল শংকরের বই। হাওড়ার বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউশনে পড়াশোনার সময় থেকেই ঝোঁক ছিল সাহিত্য ও লেখালেখিতে। প্রথম বিভাগে আই. এ পাশ করে ভাগ্যের বিড়ম্বনায় কখনও ফেরিওয়ালা, টিউশনি, স্কুলে পড়ানো, মেশিন পরিষ্কার, চাপড়াশি, অর্ডার সরবরাহের কাজ করে রোজগার করেছেন। শেষমেশ কলকাতা হাইকোর্টের শেষ ইংরেজ ব্যারিস্টার নোয়েল ফ্রেডরিক বারওয়েলের অধীনে মুহুরির কাজ। ব্যারিস্টারের মৃত্যুর পর লেখা শুরু করলেন শংকর। ১৯৫৪ সালে দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত হল 'কত অজানারে'। এই উপন্যাসই তাঁকে পরিচিতির রাস্তা সুগম করে দেয়। সাহিত্যের কমলবনে আইনের কলরব কতটা মধুর হতে পারে তার সাক্ষী 'কত অজানারে'। মণিশংকরকে প্রথম শংকর নামে ডেকেছিলেন এই বারওয়েল। এরই মধ্যে পড়াশুনাটাও চালিয়ে যান তিনি। ডিস্টিংশন সহ বি এ পাশ করেন। এরপরে আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয় নি তাঁকে। সংসার জীবনের বাইরেও তিনি কখনও কখনও বাউন্ডুলে হয়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন। আর সেকারণেই লিখতে পেরেছিলেন 'জন অরণ্য'।

চৌরঙ্গী তাঁর সাহিত্য জীবনের একটা মাইলস্টোন তা এখন নিজের ও বাঙালির নস্টালজিয়া সতেজ। সেই উত্তমকুমারের 'স্যাটা বোস'-র চরিত্রে অভিনয়। অনেক বিদেশি ভাষাতে অনুবাদ হয়েছিল বইটি। এর পর বিজ্ঞানের পটভূমিকায় লিখলেন নিবেদিতা রিসার্চ ল্যাবরেটরি। 'সীমাবদ্ধ' ও 'জন-অরণ্য' উপন্যাস নিয়ে ছবি করেছিলেন সত্যজিৎ রায়। সীমাবদ্ধ, জন-অরণ্য ও আশা-আকাঙ্খা নিয়ে প্রকাশিত হয় ট্রি লজি 'স্বর্গ মর্ত্য পাতাল'। এছাড়াও রয়েছে 'এক ব্যাগ শংকর'। রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দকে নিয়ে লিখেছেন অনেক বই। বাংলার রঙ্গমঞ্চের শতবর্ষে লেখা সম্রাট ও সুন্দরীর প্রেক্ষাপট নিয়ে পাঠক মহলে আজও গুঞ্জন অব্যাহত।

সাহিত্য সাধনার জন্য শংকর পেয়েছেন বঙ্কিমপুরস্কার, সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার। একটার পর একটা সাড়া জাগানো সাহিত্য সৃষ্টি করার পরে জীবনের একদম শেষ প্রান্তে এসে 'একা একা একাশি'র জন্য পেলেন সাহিত্য আকাদেমি। নব্বই পেরিয়ে অসুস্থতা তাঁকে ঘিরে ধরলেও কোন অজুহাতেই তিনি অবসর চান নি কখনও।

এক পলকে
রাজ্য

বাংলা ব্রাত্য, হল কেরলম

নিজস্ব প্রতিনিধি- কেরলের নাম বদলে হবে কেরলম। বাকি শুধু কয়েকটি নিয়মমাফিক ধাপ। কেরল সরকার কেন্দ্রের কাছে ২০২৩ সালে এই প্রস্তাব দেয়, অথচ ২০১৮ সালে এই রাজ্যের সরকার নাম পরিবর্তন করে 'বাংলা' করার প্রস্তাব দিলেও, তা এখনও মঞ্জুর হয় নি। কেরলবাসীকে অভিনন্দন জানিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কিন্তু পাশাপাশি কেন্দ্রের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উপরে দিয়েছেন।

ঢুকে গেল বাহিনী

নিজস্ব প্রতিনিধি- ভোটের অনেক আগে থেকেই মোট ৪৮০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনীর মধ্যে ২৪০ কোম্পানি রাজ্যে বলে এল ২৮ ফেব্রুয়ারিতে। বাকি বাহিনী আসবে পর্যায়ক্রমে। এই বাহিনী প্রত্যেক এলাকায় মার্চ করবে।

ভোটমুখী খুশির বাজেট

নিজস্ব প্রতিনিধি- এবার রাজ্য বাজেটে সব পক্ষকেই খুশি করা হয়েছে। ভাতা বেড়েছে সর্বস্তরে। লক্ষীর ভান্ডারে ৫০০ টাকা, আশা কর্মীদের ১০০০ টাকা, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়কদের বৃদ্ধি হয়েছে ১০০০ টাকা। ৫০০ শিক্ষক সহ শিক্ষার সঙ্গে জড়িত কর্মীদের ১০০০ টাকা, সিভিক ভলান্টিয়ার, ভিলেজ পুলিশ, গ্রিন পুলিশের ভাতা বেড়েছে ১০০০ টাকা। চালু হয়েছে বেকার ভাতাও।

মুকুলের প্রয়াণ

নিজস্ব প্রতিনিধি- প্রয়াত হলেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং তৃণমূল কংগ্রেস নেতা মুকুল রায়। তিনি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। ২২ শে ফেব্রুয়ারি রাতে তাঁর মৃত্যু হয়।

এখানে - ওখানে

পুরমাতার উদ্যোগে স্বাস্থ্য শিবির

যতীন্দ্রমোহন এভিনিউতে প্রতিষ্ঠা কমিউনিটি হলে উপস্থিত উদ্যোক্তারা স্বাস্থ্য শিবিরে

নিজস্ব প্রতিনিধি- কলকাতা পুরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের নির্বাচিত পুরমাতা মিতালি সাহার উদ্যোগে ১২ ফেব্রুয়ারি যতীন্দ্রমোহন এভিনিউতে প্রতিষ্ঠা কমিউনিটি হলে অনুষ্ঠিত হল রক্তচাপ ও স্বাস্থ্য শিবির। এই শিবির পরিচালনা করেছে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন। বিনামূল্যের এই স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরে বক্তব্য রাখেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য। উপস্থিত ছিলেন বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। বিভিন্ন এলাকায় নিখরচায় স্বাস্থ্য শিবির পরিচালনা করার জন্য স্থানীয় ক্লাব প্রতিষ্ঠানগুলোকে আরও বেশি করে উদ্যোগ নেওয়ার আহ্বান জানান সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য।

ভয়ঙ্কর বাবা সেবা সোসাইটিতে স্বাস্থ্য শিবির

ভয়ঙ্কর বাবা সেবা সোসাইটিতে চলছে স্বাস্থ্য শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি- নিখরচায় স্বাস্থ্যশিবির অনুষ্ঠিত হল ১৪ ফেব্রুয়ারি ভয়ঙ্কর বাবা সেবা সোসাইটিতে। সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সহযোগিতায় এই শিবিরে ইসিজি, বিএমডি, রক্তের গ্রুপ নির্ণয়, ব্লাড সুগার এবং ব্লাড প্রেসার পরীক্ষা করা হয়। বউবাজার এলাকায় এখনও অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া মানুষ বসবাস করেন। ফলে নিখরচায় এই স্বাস্থ্য শিবিরে প্রচুর মানুষের সমাগম হয়। প্রত্যেকেই তাদের প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য পরীক্ষা করান। আগামীদিনে এই অঞ্চলে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের আরও স্বাস্থ্য শিবির করার পরিকল্পনা রয়েছে।

রামকৃষ্ণ আনন্দ আশ্রমে সচেতনতা শিবির

নাকতলার রামকৃষ্ণ আনন্দ আশ্রমে চলছে থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি- রোটারি ক্লাব, পার্ক পয়েন্টের উদ্যোগে এবং সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সহযোগিতায় ২২ ফেব্রুয়ারি নাকতলার রামকৃষ্ণ আনন্দ আশ্রমে অনুষ্ঠিত হল থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা শিবির এবং থ্যালাসেমিয়া বাহক রক্ত পরীক্ষা। আশ্রমের আবাসিকদের থ্যালাসেমিয়া রোধের জন্য অবশ্য পালনীয় কাজগুলো নিয়ে প্রাথমিক বক্তব্য রাখেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সদস্যা রুবি মণ্ডল। এরপরে প্রায় ৪০ জনের থ্যালাসেমিয়া বাহক রক্ত পরীক্ষার কাজটি সম্পন্ন করা হয়। শিবিরে উপস্থিত ছিলেন রোটারি ক্লাব পার্ক পয়েন্টের সভাপতি সুদেষ্ণা নন্দা এবং রামকৃষ্ণ আনন্দ আশ্রমের সম্পাদক মাধবী পাহাড়ি ও অন্যান্যরা।

রোটারি ক্লাবের বাহক রক্ত পরীক্ষা শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি- সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সহযোগিতায় এবং রোটারি ক্লাব অব কলকাতা নর্থ ইস্টের উদ্যোগে ১৮ ফেব্রুয়ারি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত হল থ্যালাসেমিয়া বাহক রক্ত পরীক্ষা শিবির। শিবিরে মোট ১২৪ জন ছাত্রছাত্রী বাহক রক্তপরীক্ষা করান। থ্যালাসেমিয়া রোধে বাহক রক্ত পরীক্ষা করানোটা খুবই জরুরি এবং বাধ্যতামূলক হওয়া উচিত। ছাত্রছাত্রীরা এই কাজে ক্রমশ সচেতন হচ্ছেন এবং বাহক রক্ত পরীক্ষা করাচ্ছেন।

হিতৈষী সোসাইটিতে রক্তদান

হিতৈষীতে সম্পাদককে সম্মাননা প্রদান

নিজস্ব প্রতিনিধি- সীতারাম ঘোষ স্ট্রিটের হিতৈষী সোসাইটির উদ্যোগে ১৪ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হল রক্তদান কর্মসূচী। পুলওয়ামা কাণ্ডে শহীদ ভারতীয় জওয়ানদের উদ্দেশে এই রক্তদান কর্মসূচীকে উৎসর্গ করে হিতৈষী সোসাইটি। সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে এই অনুষ্ঠানে ভাষণ দেন।

কাকুড়গাছিতে সচেতনতা শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি- কাকুড়গাছি চলন্তিকা ক্লাব ও মানিকতলা ই এস আই ব্লাড ব্যাঙ্কের যৌথ সহযোগিতায় এবং সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের উদ্যোগে ৮ ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিত হল থ্যালা সেমিয়া সচেতনতা শিবির ও বাড়ছে রক্ত পরীক্ষা। থ্যালাসেমিয়া রোধে অবশ্য করনীয় বিষয়গুলোকে নিয়ে বক্তব্য রাখেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডা রেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন চলন্তিকা ক্লাবের সভাপতি ওমপ্রকাশ সিং, যৌথ সম্পাদক শুভঙ্কর দত্ত, মিন্টু পান্ডে সহ অন্যান্য সদস্যবৃন্দ। শিবিরে ক্লাবের ১১ জন সদস্য বাহক রক্ত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন।

নিউটাউনে স্বাস্থ্য শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি- সেরাম গ্রুপ গোটা বছর ধরেই বিভিন্ন সামাজিক দায়িত্ব পালন করে আসছে। সেই কর্মধারাকে অনুসরণ করে সেরামের নিউটাউন শাখা ওই এলাকায় নজরুল তীর্থ মেট্রো রেল স্টেশনের সামনে একটি স্বাস্থ্য শিবির খোলা হয়। ওই শিবিরে পথচলতি বহু মানুষ এসে নিখরচায় তাদের প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য পরীক্ষা করান।

গড়িয়াহাটে স্বাস্থ্য শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি- গড়িয়াহাট মোড়ে সেরাম গ্রুপের উদ্যোগে ১০ ফেব্রুয়ারি নিখরচায় একটি স্বাস্থ্য শিবির পরিচালনা করা হয়। ওই শিবিরে এলাকার বহু মানুষ এসে তাদের প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য পরীক্ষা করান। সেরাম গ্রুপ শহরের প্রত্যেকটি এলাকায় এভাবে স্বাস্থ্য শিবির করে সাধারণ মানুষকে স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন করা এবং তাদের প্রয়োজনীয় পরীক্ষা নিরীক্ষা করার কাজটি চালিয়ে যাবে। সমস্ত শিবিরই চলবে নিখরচায়।

বিবেকানন্দের কলকাতা প্রত্যাবর্তন নিয়ে শহরে বিশাল র‍্যালি

স্বামী বিবেকানন্দ শিকাগোতে মহাধর্ম সম্মেলন সেরে কলকাতার বজবজে পদার্পণ

নিজস্ব প্রতিনিধি- রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন, বেলুড় মঠের ব্যবস্থাপনায় ১৯ ফেব্রুয়ারি শিয়ালদহ স্টেশন থেকে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা প্রদক্ষিণ করে আলমবাজার মঠে পৌঁছায়। এবছর ছিল ১২৯তম বর্ষ অর্থাৎ এই দিনে স্বামী বিবেকানন্দ শিকাগোতে মহাধর্ম সম্মেলন সেরে কলকাতার বজবজে পদার্পণ করেন। এবং সেখান থেকে আলমবাজার মঠে পৌঁছন। বজবজ স্বামী বিবেকানন্দ স্মারক সমিতি, শ্রীরামকৃষ্ণ সত্যানন্দ আশ্রম, আলমবাজার এই অনুষ্ঠানের অন্যতম আয়োজক। চলার পথে র‍্যালিকে ২৬টি জায়গায় সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করে বিভিন্ন সংগঠন। সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনও এই র‍্যালির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। শ্যামবাজার পোস্ট অফিসের সামনে এই র‍্যালিকে সম্বর্ধনা জানায় সংগঠন। মঞ্চে সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের কার্যকরী কমিটির সহসভাপতি সারদাত্মানন্দ।

প্রতিবছরই এই দিনে বজবজ থেকে একটি বিশেষ ট্রেনে স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিকৃতি ধর্মীয় বন্দনার মধ্যে দিয়ে শিয়ালদহ স্টেশনে নিয়ে আসা হয়। পূর্ব রেলের আধিকারিকরা এবং বিভিন্ন রামকৃষ্ণমিশনে মহারাজ এবং শিষ্যরা স্টেশন চত্বরে একটি সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠান অংশগ্রহণ করেন। এরপর স্টেশন থেকে শুরু হয় একটি সুসজ্জিত র‍্যালি। সেই র‍্যালি আলমবাজারের মঠে পৌঁছয় বিকেলে। এরপরে মঠে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজিত হয়।

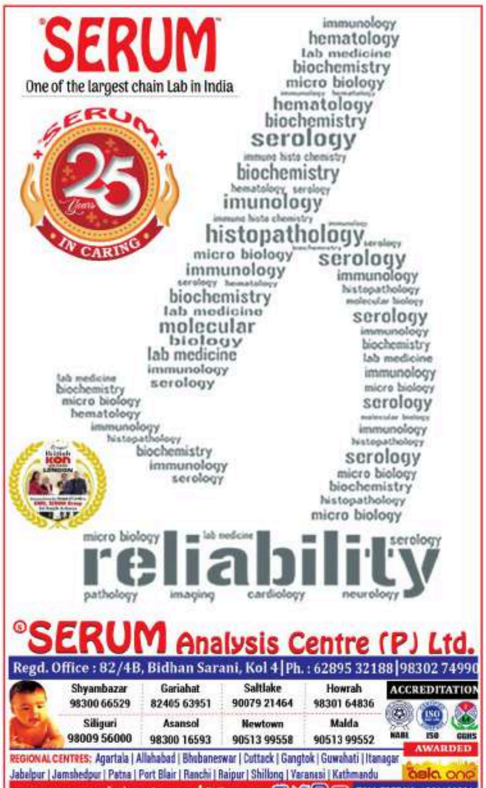

বাংলাদেশের নির্বাচনে বি এন পি-র জয়জয়াকার

জনসমুদ্রে তারেক রহমান

ঢাকা- সব জল্পনার অবসান। শেষ পর্যন্ত ১৩ ফেব্রুয়ারি সকালে বাংলাদেশের নির্বাচনের ফলাফল জানা গেল। প্রত্যাশিতভাবেই বি এন পি পেয়েছে ২০৯টি আসন, জামাতের ঝুলিতে গেছে ৬৮টি আসন। বাকি অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলো ভাগাভাগি করে নিয়েছে ২০টি আসন। মোট আসন সংখ্যা ২৯৭টি।

বাংলাদেশের ত্রয়োদশ জাতীয় নির্বাচনে যা হওয়ার কথা ছিল, সেটাই ঘটেছে। গুণে গুণে ২০ বছর পর ক্ষমতায় ফিরল বিএনপি দল। ১৭ বছর নির্বাচনের পর দেশে ফিরেই কয়েক মাসের মধ্যে তারেক রহমান হলেন প্রধানমন্ত্রী। অন্যদিকে আওয়ামী লিগ প্রধান তথা প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশের নির্বাচনকে বলেছেন, 'প্রতারণা-প্রহসনের নির্বাচন'।

বিএনপি এই জয়ের পর বাংলাদেশে এক অভূতপূর্ব ছবি দেখা গেল। একটিও বিজয় মিছিল বের হল না। রাস্তাঘাট শুনশান। দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে নির্বাচিত সাংসদরা ঢাকায় আসছেন। এই রাতেই বাবা-মায়ের সমাধিতে শ্রদ্ধা জানাতে যান তারেক। দেশের নিরাপত্তা পরিস্থিতি যাচাই করে বিএনপি-র এই সংযম প্রশংসার দাবি রাখে। পুলিশ প্রশাসন, নির্বাচন কমিশন এবং সামরিক বাহিনীর সমন্বয়ে বাংলাদেশের আইন-শৃঙ্খলা যথেষ্ট নিয়ন্ত্রণে ছিল। চেয়ারম্যান তারেক রহমানের উপদেষ্টা হুমায়ুন কবীরকে দলের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয় যুগ্ম সেক্রেটারি জেনারেলের পদে নিয়োগ করা হয়েছে। বাংলাদেশের এই জাতীয় নির্বাচনে ভোট পড়েছে ৬০-২৩ শতাংশ।

এদিকে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি মুহাম্মদ সাহাবউদ্দিন এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন, রাষ্ট্রপতির পদ থেকে তাঁকে সরিয়ে ফেলার যথেষ্ট চেষ্টা করা হয়েছিল। তাঁর নিরাপত্তা নিয়েও বড় প্রশ্ন উঠে গিয়েছিল। তিনি মুহম্মদ ইউনুসের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়ে বলেন, সংবিধানের কোন নিয়মই মেনে চলেন নি অতীতের প্রধান উপদেষ্টা। দেশের সাংবিধানিক শূন্যতা সৃষ্টি করার অনেক চেষ্টাই ইউনুস করেছিলেন কিন্তু তা কখনওই সফল হয় নি।

ভারতীয়দের ইরান ছাড়ার নির্দেশ

তেহরান- অবিলম্বে ভারতীয়দের ইরান ছেড়ে বেড়িয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছে দিল্লি। ওয়াশিংটনের সঙ্গে তেহরানের শান্তি আলোচনা চলছে বটে কিন্তু প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যে কোনো মুহূর্তে হামলার নির্দেশ দিতে পারেন। ইরানের অভ্যন্তরীন পরিস্থিতিও খুব খারাপ। সরকার-বিরোধী আন্দোলনে গোটা দেশ জ্বলছে। এদিকে ইরান সরকার দাবি করছে, পরিস্থিতি তাদের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।

সাগর পারের

টুকিটাকি

এপস্টিন কেলেঙ্কারি

ওয়াশিংটন- যৌন অপারাধী জেফ্রি এপস্টিনের সঙ্গে যোগসাজশের জেরে মামলা দায়ের হল নরওয়ের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী টরবরজান ইয়ানের বিরুদ্ধে। এপস্টিন নথি প্রকাশ্যে আসার পর শিশুদের ওপর নির্যাতন, খুণসহ বিভিন্ন অপরাধে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প, মাইক্রোসফটের প্রতিষ্ঠাতা বিল গেটস সহ নানা দেশের অনেক প্রভাবশালীর নাম জড়ালেও এই প্রথম কারও বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা দায়ের হল।

উত্তর কোরিয়ার উত্তরসূরী

মেয়ের সঙ্গে কিম

পিয়ংইয়াং- কিম জং উনের পরে উত্তর কোরিয়ার শাসনভার কার ওপর থাকবে, তা নিয়ে জোর চর্চা চলছে। সূত্রের খবর কিমের মেয়ে কিম জু এ-র হাতে এই দায়িত্ব তুলে দিতে চাইছেন কিম। এই পথে বাঁধা হয়ে দাড়াতে পারেন কিমের বোন এবং পিসী। ফলে বিষয়টা অত সোজা হবে না বলেই বিশ্বাস রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের।

মেক্সিকোতে অশান্তি

মেক্সিকো সিটি- সামরিক অভিযানে ২৩ ফেব্রুয়ারি নিহত হয়েছেন কুখ্যাত মাদক চক্রের প্রধান এল মেঞ্চো। এরপর থেকেই মেক্সিকোর পরিস্থিতি ক্রমশ উত্তপ্ত হচ্ছে। সূত্র মারফত জানা গেছে ২২ ফেব্রুয়ারি মেক্সিকোর একটি শহরে সেনাবাহিনীর বিশেষ অভিযানে নিহত হন এল মেঞ্চো, সঙ্গে তার তিন সঙ্গী।

১৬টি চুক্তি স্বাক্ষর

ইজরায়েল- কৃষি থেকে প্রতিরক্ষা, পরিকাঠামো, বন্দর, জ্বালানি তেল, কাঁচামাল সহ গুরুত্বপূর্ণ ১৬টি ক্ষেত্রে ইজরায়েলের সঙ্গে ভারতের চুক্তি সম্পন্ন হল। দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু জানান, দীর্ঘদিন পরে 'এটা একটা ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত'।

ধৃত রাজার ভাই

গ্রেপ্তার অ্যান্ড্রু

লণ্ডন- জন্মদিনে গ্রেপ্তার হলেন ব্রিটেনের প্রয়াত রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথের মেজো ছেলে অ্যান্ড্রু। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, সরকারি ক্ষমতার অপব্যবহার করেছেন। সরকারি পদে থেকে বেআইনি কাজ করেছেন। এর সঙ্গে গোপন নথি জেফ্রি এপস্টিনের হাতে তুলে দিয়েছেন। গ্রেফতার প্রসঙ্গে ব্রিটেনের রাজা তৃতীয় চার্লস জানিয়েছেন, আইন আইনের পথেই চলবে। নরকোকের রাজপ্রাসাদ থেকে ১৯ ফেব্রুয়ারি সকালে তাঁকে গ্রেপ্তার করেছেন টেমস ভ্যালি পুলিশ।

সেরাম অ্যানালিসিস সেন্টার
প্রাইভেট লিমিটেড
৯৮৩০১৭৩৯৫০
(০৩৩)২৫৩০৬৫৭২
ডাঃ প্রভাত ভট্টাচার্য্য
MBBS, MD
ফোন নং ঃ৯৮৩০০৬৬৫২৯

ডাক্তারবাবু, শুনছেন!

প্রঃ কিডনির অসুখ কি সারে? এই অসুখের চিকিৎসা কি?

বিজন দাস, বেলেঘাটা

উঃ কিডনির অসুখে আমাদের শরীর থেকে বর্জ্য পদার্থগুলি যথাযথভাবে বেরিয়ে যেতে পারে না, ফলে এইসব পদার্থ এবং জল শরীরে জমে যায় এবং নানারকম উপসর্গের সৃষ্টি করে। ইউরিয়া, ক্রিয়েটিনিন প্রভৃতি শরীরে জমে যায়। এই অবস্থাকে বলা হয় রেনাল ফেলিওর (Renal failure)। যখন কোন সাময়িক কারণে হঠাৎ এই অবস্থার সৃষ্টি হয়, তাকে অ্যাকিউট রেনাল ফেলিওর (Acute Renal Failure) বলে। তখন চিকিৎসা করলে এই অবস্থা ঠিক হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। যেমন সংক্রমণ (Infection). রক্ত সঞ্চালন হঠাৎ কমে যাওয়া (Ischaemia), সাপের কামড়, ওষুধ থেকে, আঘাত জনিত কারণে (Trauma) প্রভৃতিতে। এক্ষেত্রে সঠিক কারণ দ্রুত চিহ্নিত করে চিকিৎসা করতে হবে।

আবার যখন কোনো দীর্ঘস্থায়ী (Chronic) অসুখের প্রভাবে কিডনি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তখন ধীরে ধীরে কিডনির অবস্থা খারাপ হতে থাকে-এই অবস্থাকে বলা হয় ক্রনিক রেনাল ফেলিওর (Chronic Renal Failure)। যেমন ডায়াবেটিস মেলিটাস, উচ্চ রক্তচাপ (Hypertension), SLE, টিউমার, প্রভৃতির প্রভাবে, বিশেষত ওইসব অসুখের ঠিকমতো চিকিৎসা না হলে এই অবস্থার সৃষ্টি হয়। সাধারণত এক্ষেত্রে কিডনির অবস্থা ক্রমশ খারাপ হতে থাকে, অনেকের ক্ষেত্রে দ্রুত, আবার অনেকের ক্ষেত্রে ধীরে ধীরে। এক্ষেত্রে শেষ পর্যন্ত ডায়ালিসিস ও কিডনি প্রতিস্থাপন প্রয়োজন হতে পারে।

রেনাল ফেলিওরে খাদ্যাভাস বদলাতে হবে। প্রোটিন জাতীয় খাবার যথাসম্ভব কম দিতে হবে। জলের পরিমাণ কম দিতে হবে। রক্তে সোডিয়াম, পটাশিয়ামের মাত্রা ঠিকঠাক রাখতে হবে। ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা ঠিকঠাক রাখতে হবে। দেখতে হবে কোন ক্ষতিকর ওষুধ যেন হঠাৎ ব্যবহার না করা হয়, যেমন ব্যথার ওষুধ, অ্যামিকাসিন, জেন্টামাইসিন প্রভৃতি ওষুধ। রক্তচাপ ও ডায়াবেটিস যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। SLE জাতীয় অসুখের চিকিৎসা করতে হবে। অ্যাকিউট রেনাল ফেলিওরে ইনফেকশন, সাপের কামড় প্রভৃতির চিকিৎসা করতে হবে। ডায়ালিসিস হল কিডনির অসুখের একটি গুরুত্বপূর্ণ চিকিৎসা পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে শরীরের জমে যাওয়া বর্জ্য পদার্থ এবং অতিরিক্ত জল শরীর থেকে কৃত্রিম ভাবে বার করে দেওয়া হয়। ডায়ালিসিস হিমোডায়ালিসিস (Haemodialysis) বা পেরিটোনিয়াল ডায়ালিসিস (Peritoneal Dialysis) হতে পারে। হিমোডায়ালিসিসে রক্ত একটি ছাঁকনির মত জিনিসের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত করা হয়, এবং বর্জ্য পদার্থ ও অতিরিক্ত জল শরীর থেকে বার করে দেওয়া হয়। পেরিটোনিয়াল ডায়ালিসিসে পেটের পেরিটোনিয়াল নামক পর্দা থেকে ডায়ালিসিস করা হয়। যখন কোনো রোগি গুরুতর অসুস্থ থাকে, যার হিমোডায়লিসিস করা খুবই শক্ত তার ক্ষেত্রে পেরিটোনিয়াল ডায়ালিসিস করা হয়। তবে পেরিটোনিয়াল ডায়ালিসিসে সংক্রমণের সম্ভাবনা থাকে। অ্যাকিউট রেনাল ফেলিওরের ক্ষেত্রে সাময়িকভাবে ডায়ালিসিস করতে হয়। ক্রনিক রেনাল ফেলিওরে সপ্তাহে দুই বা তিনবার ডায়ালিসিস করতে হয়-যখন রোগী ওই অবস্থায় পৌছে যায়। এই প্রক্রিয়া বেশ ব্যয়সাধ্য এবং এর থেকে কিছু জটিলতা দেখা দিতে পারে। কাজেই এ সম্বন্ধে সতর্ক থাকতে হবে। রোগীকে নিয়মিত চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে থাকতে হবে।

দীর্ঘস্থায়ী কিডনির অসুখের চিকিৎসায় আর একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হল কিডনি প্রতিস্থাপন (Kidney Transplantation)। এক্ষেত্রে রোগীর ক্ষতিগ্রস্ত কিডনি বাদ দিয়ে অন্য কোন সুস্থ মানুষের (সাধারণতঃ নিকট আত্মীয়) কিডনি, বা মৃতদেহ থেকে সংরক্ষিত কিডনি নিয়ে স্থাপন করা হয়। HLA TYPING এবং আরও অনেক পরীক্ষানিরীক্ষার পরই এই পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। দাতা (Donar) খুবই নিকটাত্মীয় হলে প্রতিস্থাপন সফল হবার সম্ভাবনা বাড়ে। এটি খুবই জটিল এবং ব্যয়সাধ্য প্রক্রিয়া। প্রতিস্থাপনের পরও নজর রাখতে হয় এবং কিছু নির্দিষ্ট ওষুধ খেতে হয়। সুতরাং কিডনির অসুখের চিকিৎসা খুব সর্তকভাবে করতে হয়।

প্রঃ আমার ডান পা ফুলে গেছে এবং ব্যথা করছে। কি কারণে হতে পারে এবং চিকিৎসা কি? ছবি পাল, বেহালা।

উঃ অনেক কারণ থাকতে পারে, যেমন সংক্রমণ গাউট বা গেঁটে বাত (Arthritis), চোট লাগা প্রভৃতি। বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা, যেমন রক্তপরীক্ষা, এক্স-রে প্রভৃতি করে দেখতে হবে এবং সেই অনুযায়ী চিকিৎসা করতে হবে। আপনি এখনই চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

প্রঃ ডায়াবেটিসের চিকিৎসা সম্বন্ধে বিশদভাবে জানালে উপকৃত হব? সমর বসাক, শিলিগুড়ি।

উঃ ডায়াবেটিসের চিকিৎসায় তিনটি প্রধান ভাগ আছে- (১) খাদ্যাভাস পরিবর্তন, (২) শারীরিক কাজ বাড়ানো, (৩) ওষুধ।

(১) খাদ্যাভাস পরিবর্তন ঃ উচ্চ ক্যালরিযুক্ত খাবার নিয়ন্ত্রণ করতে হবে, মিষ্টি খাওয়া বন্ধ করতে হবে, যেমন চা বা তরকারিতে চিনি, কোল্ড ড্রিংকস্, আইসক্রিম, দোকানের মিষ্টি প্রভৃতি। ভাত, রুটি, আলু প্রভৃতি শর্করা জাতীয় খাদ্য পরিমিত পরিমাণে খেতে হবে। তৈলাক্ত খাবার-পাঁঠার মাংস, ডিমের কুসুম, ফাস্ট ফুড যথাসম্ভব কম খেতে হবে। সবুজ শাকসবজি, কিছু ফল (শশা, পেয়ারা, আপেল, লেবু) যথেষ্ট পরিমাণে খাওয়া ভাল। ডাল, মটর জাতীয় খাবার, মাছ, দুধ প্রভৃতি খেতে কোন সমস্যা নেই। মুরগির মাংস খাওয়া যায়। নুন কম খাওয়াই ভাল। কাজেই খাওয়া দাওয়া সম্বন্ধে খুব সাবধানে থাকতে হবে।

(২) শারীরিক সক্রিয়তা ঃ হাঁটাচলা করা খুবই দরকার। যারা বেশি চলাফেরা করেন না, তাদের এই রোগ হবার সম্ভাবনা বাড়ে এবং রোগ নিয়ন্ত্রণেও সমস্যা হয়। রোজ পঁয়তাল্লিশ মিনিট অথবা তিন কিলোমিটার হাঁটা ভাল। যদি সম্ভব হয় জগিং বা ব্যায়াম করা উচিত। যেভাবে হোক শারীরিক সক্রিয়তা বজায় রাখা দরকার। সাইক্লিং একটি ভাল ব্যায়াম। যোগব্যায়ামও করা যেতে পারে। এইভাবে রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে আনা যায়। শুধু তাই নয়, ব্যায়াম বা হাটার ফলে ওষুধের কাজ আরও ভাল হয়। নেশা যেমন ধূমপান, মদ্যপান, প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণ করতে হবে, মানসিক চাপ কমাতে হবে।

(৩) ওষুধ-খাওয়ার ওষুধ (Oral Anti diabetic drugs) ঃ অনেকরকম খাওয়ার ওষুধ আছে যেমন Metformin, Sulphonylureas (Gliclazide, Glipicizide, Glimiperide), Gliptins (Sitagliptin), Repaglinide প্রভৃতি। এইসব ওষুধ যথাযথ পরিমাণে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী খেতে হবে।

প্রঃ গলস্টোন হলে কি অপারেশন করতেই হয়? এর কি কোনও ওষুধ নেই?

শুভ্রা ব্যানার্জি, ভবানীপুর

উঃ গলস্টোন বা পিত্তথলির পাথর হলে সাধারণতঃ অপারেশন করতেই হয়। কিছু ক্ষেত্রে আরসোডিঅক্সিকোলিক অ্যাসিড (Ursodeoxycholic Acid or UDCA) খাওয়ালে গলস্টোন ছোটি হয়ে বা মিশিয়ে যেতে পারে। কিন্তু এটা খুব অল্পক্ষেত্রেই সম্ভব হয়, তাছাড়া গলস্টোন আবার ফিরে আসতে পারে।

(পুনর্মুদ্রণ)

সম্পাদকীয়

হচ্ছেটা কি?

ভোটারদের অধিকার রক্ষার নাম করে সেই অধিকারের ভোক্তাদের ওপর মানসিক নির্যাতন, শারীরিক পীড়ন, লাঞ্ছনার ছবি এরাজ্যে বিভিন্ন প্রান্তে আমরা প্রতিদিন দেখতে পাচ্ছি। শুনানি কেন্দ্রের সামনে অসংখ্য মানুষের ভিড়, তাদের হাতে নথির বোঝা, বিপর্যস্ত মুখাবয়ব। হুইলচেয়ারে, অ্যাম্বুলেন্সে করে হাজির হচ্ছেন অসুস্থ মানুষজন। সদ্য স্বামীহারা, স্ত্রী হারা, সন্তানহারা-সকলেই এসেছেন শুনানিতে। শুনানিতে হাজির হওয়ার জন্য রাস্তায় বেরিয়ে দুর্ঘটনায় স্ত্রী ও শিশুর মৃত্যু হয়েছে। মৃতদের লাশ ঘরে রেখে শুনানিতে এসেছেন বাড়ির কর্তা। রেকর্ডে অসঙ্গতির দোহাই দিয়ে শুনানিতে ডাকা হয়েছে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন যুবককে। সকল নাগরিকদের একটাই প্রশ্ন ঃ শাস্তি কে পাচ্ছে? ভুয়ো ভোটার ধরা হচ্ছে কি? না কি নিরীহদের জীবনযন্ত্রণা বাড়ছে? নোটবন্দির সময় বলা হয়েছিল, এই কাজটা সাময়িক। কষ্ট ভোগের পর নাগরিকদের স্বস্তি আদৌ ফেরেনি। এস আই আর-নিয়ে চলছে একই অবস্থা। নাগরিকদের হয়রানি, অসম্মান ঠেকাতে অবিলম্বে নির্বাচন কমিশনের ব্যবস্থা নেওয়া উচিৎ।

নতুন বছরের শুরুতেই নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল, ৮৫ বছরের উর্দ্ধে বয়স্ক, অসুস্থ এবং বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ভোটারদের বাড়ি গিয়ে শুনানি ও নথি যাচাইয়ের ব্যবস্থা করা হবে। এই নির্দেশ অমান্য করলে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার কথাও বলা হয়েছিল। কিন্তু দিন যত যাচ্ছে, বাস্তব ছবি বলছে অন্য কথা। নির্বাচন কমিশনের এই নির্দেশ ক'জন অমান্য করেছেন, কতজনের শাস্তির ব্যবস্থা হয়েছে-তা ও বলা যাচ্ছে না। কোন নথি গ্রহণযোগ্য, কতবার শুনানিতে গেলে সমস্যা মিটবে-তার কোনও নির্দিষ্ট ফর্মূলা নেই। প্রযুক্তিতে কোনও সমস্যা থাকলে তার দায় ভোটারের কাঁধে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই পরিস্থিতির জন্যই একটা ভয়ের বাতাবরণে মানুষ দিশেহারা, শুনানি কেন্দ্রে বাক্স করে কবরের মাটি নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন নাগরিকরা। এবং ডি এন এ পরীক্ষার জন্য করুন আর্তি করছেন নাগরিক। এ এক অস্বাভাবিক দৃশ্য। রাষ্ট্রের সাংবিধানিক দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে গিয়ে নাগরিকদের এ ধরনের হেনস্থার চিত্র বিশ্বে কোথাও কখনও দেখা গেছে কি না—তা জানা নেই।

একথা অনস্বীকার্য যে, বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) গণতন্ত্রকে স্বচ্ছ রাখার জন্য আবশ্যিক। কিন্তু তা কার্যকর করতে গিয়ে এ ধরনের যন্ত্রণা তৈরি হওয়াটা অভিপ্রেত নয়। ভোটাধিকার যে প্রশাসনের দেওয়া দাক্ষিণ্য নয়, সেটা বুঝতে হবে।

আচার্য প্রভুর কথা

লোকনাথ গোস্বামী

আচার্য্য প্রভু এক দিবস হতাশ হইয়া এক বৃক্ষতলে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে এক ব্রাহ্মণ-কুমার সেই পথ দিয়া যাইতেছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া বুঝিলেন যে, এটা ভদ্রলোক, এবং সরল ও বুদ্ধিমান। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনি কি করেন কোথায় যাইতেছেন?' ব্রাহ্মণ-কুমার বলিলেন, তিনি সংস্কৃত অধ্যয়ন করেন, ও রাজার আশ্রয়ে বাস করেন। 'তুমি কি পাঠ কর,' এই কথা জিজ্ঞাসা করায় ক্রমে শাস্ত্রালাপ হইতে লাগিল। একটু আলাপ করিয়া সেই ব্রাহ্মণ-কুমার দেখিলেন, যে জীর্ণ শীর্ণ পাগলটি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত। তখন ব্রাহ্মণ-কুমার যত্ন করিয়া আচার্য্য প্রভুকে তাঁহার বাড়ী, নদীর ও-পারে নগরের অর্দ্ধকেশদূরে, দেউলি গ্রামে লইয়া গেলেন। আচার্য্য প্রভু সেইখানে ভোজন করিয়া পরে শুনিলেন যে, বিপ্রকুমারের নাম কৃষ্ণবল্লভ। রাজার নাম বীর হাম্বীর, মহাবংশীয় রাজপুত্র জাতি। আরও শুনিলেন যে, রাজা অতিশয় দূরন্ত হইয়াছেন, বল দ্বারা অন্যের ধন হরণ করেন। কিন্তু যদিও এরূপ কুকর্ম্মশালী, তবু পিতা পিতামহের প্রণালীক্রমে পূজা অর্জনা ও নিত্য শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিয়া থাকেন। ইহাতে আচার্য্য প্রভু ব্রাহ্মণ-কুমারকে বলিলেন, 'তুমি আমাকে রাজসভায় লইয়া যাইতে পার?' তাহাতে কৃষ্ণবল্লভ উত্তর করিলেন, 'হ্যাঁ পারি।' এইরূপে আচার্য্য প্রভু এক দিবস রাজসভায় নীত হইলেন, এবং এক কোণে বসিয়া ভাগবত পাঠ করিলেন, পরদিবস আবার গমন করিয়া একটু অন্তবর্তী হইয়া বসিলেন।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর—	শিল্পী কারও হুকুমে চলেন না, ধ্যানে নয়, চোখ খুলে দেখতে শেখো।
মারিয়া ভন ট্র্যাপ—	সঙ্গীত একটা জাদুচাবির মতো কাজ করে, যা দিয়ে সব থেকে বদ্ধ হৃদয়কেও উন্মুক্ত করা যায়।
অস্কার ওয়াইল্ড—	যে ব্যক্তি লন্ডন ডিনার টেবলে আধিপত্য দেখাতে পারবেন, তিনি পৃথিবী শাসন করতে পারবেন।
স্বামী বিবেকানন্দ—	মানুষের মধ্যে যে দেবত্ব প্রথম থেকেই আছে, তার বিকাশই ধর্ম।

ওয়েবসাইট : www.serumthal.com
ই-মেল : serumthalassemia2022@gmail.com
যোগাযোগ : 98305 60296
ফেসবুক : Serum Thalassemia Prevention Federation

মাসতামামি

১ মার্চ	— ভারতে প্রথম ইস্পাত কারখানা টিসকো স্থাপিত হল ১৯০৮
	'পথের দাবি' ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার ১৯৩৯
২ মার্চ	— মস্কোতে প্রথম কম্যুনিস্ট আন্তর্জাতিকের অধিবেশন ১৯১৯
	আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেসের সহ সভাপতি নির্বাচিত হলেন নেলসন ম্যান্ডেলা ১৯৯০
৩ মার্চ	— টেলিফোনের আবিষ্কারক আলেকজান্ডার গ্রাহাম বেলের জন্ম ১৮৪৭
	জামশেদজি টাটার জন্ম ১৮৩৯
	কবি কুমুদ রঞ্জন মল্লিকের জন্ম ১৮৮৩
	বিশ্ব বন্যপ্রাণী দিবস
৪ মার্চ	— নয়াদিল্লিতে প্রথম এশিয়ান গেমস অনুষ্ঠিত হল ১৯৫০
	এশিয়াতে প্রথম মহিলা কলেজ হিসেবে বেথুন কলেজ প্রতিষ্ঠিত হলে ১৮৯৭
৫ মার্চ	— জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার প্রতিষ্ঠা ১৮৫১
	কলকাতায় ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট হুগো সাভেজকে সম্বর্ধনা ২০০৫
	গান্ধী আরউইন চুক্তি স্বাক্ষর ১৯৩১
৬ মার্চ	— কলকাতায় জোড়াসাঁকোতে রবীন্দ্রনাথ এবং গান্ধীজির প্রথম সাক্ষাৎ ১৯১৫
	জাতীয় দন্ত চিকিৎসা দিবস
৭ মার্চ	— মহাকাশে 'কেপলার'-এর নামে পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র গড়তে নাসার উদ্যোগ ২০০৯
	স্বাধীনতা সংগ্রামী গোবিন্দ বল্লভ পন্থের প্রয়াণ ১৯৬১
৮ মার্চ	— বিশ্ব নারী দিবস
৯ মার্চ	— মহাকাশচারী ইউরি গ্যাগারিনের জন্ম ১৯৩৪
	আমেরিকার পুতুল বারবিডলের আত্মপ্রকাশ ১৯৫৯
১০ মার্চ	— প্রথম সফল টেলিফোন কল করলেন গ্রাহাম বেল ১৮৭৬
	সবরমতী আশ্রমে প্রথম গ্রেপ্তার বরণ করলেন গান্ধীজি ১৯২২
	ইউরেনাসের আংটি আবিষ্কার করলেন জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা ১৯৭৭
১১ মার্চ	— বেঙ্গল ন্যাশনাল এডুকেশন সোসাইটি স্থাপিত ১৯০৬
১২ মার্চ	— মোস্তাফা কামাল আতার্তুক প্রথম তুর্কি প্রেসিডেন্টের জন্ম ১৮৮১
	সাহিত্য আকাদেমির উদ্বোধন ১৯৫৪
	পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেনের প্রয়াণ ১৯৬০
	ডান্ডি অভিযান ১৯৩০
১৩ মার্চ	— ওস্তাদ বিলায়েৎ খান-এর প্রয়াণ ২০০৪
১৪ মার্চ	— অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের জন্ম ১৮৭৯
	ভারতের প্রথম সবাক চলচ্চিত্র 'আলম আরা' মুম্বাইতে মুক্তি পেল ১৯৩১
	নন্দীগ্রামে হিংসার বলি ১৪টি প্রাণ ২০০৭
১৫ মার্চ	— লেখক আনন্দশংকর রায়ের জন্ম ১৯০৪
	আকাদেমি অফ ফাইন আর্টসের প্রতিষ্ঠাতা লেডি রানু মুখার্জির প্রয়াণ ২০০০
	উষ্ণায়নের বিরুদ্ধে বিশ্বজুড়ে প্রতিবাদ ২০১৯
১৬ মার্চ	— রাজশেখর বসুর (পরশুরাম) জন্ম ১৮৮০
১৭ মার্চ	— ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল উদ্বোধন হল ১৯২১
	বঙ্গবন্ধু মুজিবর রহমানের জন্ম ১৯২০
	এলাহাবাদ হাইকোর্ট স্থাপিত হল ১৮৬৬
১৮ মার্চ	— লেখক বিমল মিত্রের জন্ম ১৯১২
	আইন অমান্যের জেরে গান্ধীজির কারাবরণ ১৯২২
১৯ মার্চ	— ইরাক থেকে সাদ্দামকে অপসারণের জন্য আমেরিকার আক্রমণ শুরু ২০০৩
২০ মার্চ	— বিশ্ব চড়ুই দিবস (চড়ুইপাখি)
২১ মার্চ	— বিশ্ব কবিতা দিবস
	দেশে অভ্যন্তরীণ জরুরি অবস্থা এবং সংবাদপত্রের ওপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার ১৯৭৭
	ওস্তাদ বিসমিল্লা খানের জন্ম ১৯১৬
২২ মার্চ	— চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু হল ১৯৭৩
	বিশ্ব জল দিবস
	কোভিডের বিরুদ্ধে দেশে দীর্ঘতম কার্ফুর ঘোষণা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ২০২০
২৩ মার্চ	— ভগৎ সিং, সুখদেও এবং রাজগুরুর ফাঁসি ১৯৩১
২৪ মার্চ	— কলকাতা-আগ্রা টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা গড়ার কাজ শুরু হল ১৮৫৫
	অনুশীলন সমিতির প্রতিষ্ঠা ১৯১২
	বিশ্ব যক্ষা দিবস
২৫ মার্চ	— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নোবেল পুরস্কার চুরি ২০০৪
২৬ মার্চ	— প্যারিস কমিউনের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল ১৮৭১
	প্রথম স্বাধীনতা দিবস উদযাপিত হল বাংলাদেশে ১৯৭২
২৭ মার্চ	— বিশ্ব নাটক দিবস
	দেশ থেকে অভ্যন্তরীণ জরুরি অবস্থা প্রত্যাহার ১৯৭৭
২৮ মার্চ	— ম্যাক্সিম গোর্কির জন্ম ১৮৬৮
	কলকাতায় সম্বর্ধনা দেওয়া হল ইয়াসের আরাফতকে ১৯৯০
২৯ মার্চ	— পরিচালক অভিনেতা, নাট্যকার উৎপল দত্তের জন্ম ১৯২৯
	সিপাহী বিদ্রোহ ১৮৫৭
৩০ মার্চ	— লেখক শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম ১৮৯৯
	সত্যজিৎ রায়কে অস্কার সম্মানে ভূষিত করা হল ১৯৯২
৩১ মার্চ	— লেখক নিকোলাই গোগলের জন্ম ১৮০৯
	আইফেল টাওয়ার উদ্বোধন ১৮৮৯

কেন্দ্রীয় বাজেট ২০২৬-২৭ ঋণ নির্ভর, উৎপাদনমুখী

নিজস্ব প্রতিনিধি- গত ১লা ফেব্রুয়ারি ভারতের অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন দেশের আর্থিক বাজেট পেশ করেছেন পার্লামেন্টে। এই বাজেট ৫৩.৫ লক্ষ কোটি টাকার বাজেট। এর মধ্যে ঋণ বহির্ভুত আয় ৩৬.৫ লক্ষ কোটি টাকা। বাজার থেকে ঋণ তোলা হবে ১৭.২ লক্ষ কোটি টাকা। এই এত বড় ঋণ নিয়ে হিসাব মেলানো হবে বাজেটের মোট খরচের। এর মধ্যে কেবল বিভিন্ন কর থেকে আয় হবে ২৮.৭ লক্ষ কোটি টাকা। তবে এইসব হিসাবেরই কিন্তু পূর্বাভাস। কারণ আগামী অর্থবর্ষের সম্পূর্ণ পরিস্থিতি কী হবে তা তো আগের থেকে বলা যাবে না। যেমন চলমান অর্থবর্ষের অনেক হিসাবই পাল্টাতে হচ্ছে কারণ ভারতের আর্থিক আয় গত বাজেট ২০২৫-২৬ হিসাব অনুযায়ী হয় নি। এরকম ক্ষেত্রে খরচের পরিবর্তন হয়। কোন ক্ষেত্র থেকে খরচ কমিয়ে অন্য ক্ষেত্রের প্রয়োজন মেটানো হয়। এছাড়া শেষ পর্যন্ত সামগ্রিক খরচ কমিয়েও দিতে হয়। এবছর তাই রাজস্ব ঘাটতি জাতীয় আয়ের ৪.৪ শতাংশ করা হয়েছে।

প্রাসঙ্গিকতা লক্ষ্য করা জরুরি

বাজেটের দু'দিন আগে দেশের 'অর্থনৈতিক সমীক্ষা'—পার্লামেন্টে রাখা হয় প্রত্যেক বছর। এই সমীক্ষায় দেশের অর্থব্যবস্থার বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়। এবং এরপরে কী কী ব্যবস্থা নিলে আর্থিক পরিস্থিতি লক্ষ্য অনুযায়ী চলতে সাহায্য করবে তার ব্যাখ্যা থাকে। এই সমীক্ষা করা হয় অর্থ দফতরের সহায়তায় দেশের প্রধান আর্থিক উপদেষ্টার নেতৃত্বে।

ওই সমীক্ষায় কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে তার মধ্যে বহির্বিশ্বের অনিশ্চয়তা নিয়ে যা বলা হয়েছে তা নতুন বাজেটের রূপরেখার জন্য প্রাসঙ্গিক। অনিশ্চয়তা খুবই তীব্র এবং তা কোন কোন কারণে সমগ্র বিশ্ব অর্থব্যবস্থাকে টালমাটাল করতে পারে এর জন্য যা করার তা হল দেশের বাজারের চাহিদা বৃদ্ধি করা। ভারতের রপ্তানির বাজার দেখতে হবে নিশ্চয়ই। কিন্তু এর মধ্যে অশ্চিয়তাকেও মনে রাখা দরকার। এই প্রসঙ্গকে ভালভাবে প্রকাশ করেছে এ বছরের আর্থিক সমীক্ষা। এখন কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র নিয়ে আলোচনা দরকার।

কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন

বর্তমান অর্থবর্ষে দেশের আয় ৭.৪ শতাংশ হারে বাড়বে বলে মনে করা হচ্ছে। অথচ কৃষিক্ষেত্রে বৃদ্ধির হার কমেছে অনেক। গত ২৫ অর্থবর্ষে কৃষির বৃদ্ধির হার ছিল ৪.৬ শতাংশ। বর্তমান ২৬ অর্থবর্ষে তা হবে ৩.১ শতাংশ এ নামবে বলে অনুমান। এর ফলে গ্রামীণ অর্থব্যবস্থা তো বটেই সামগ্রিক আর্থিক ব্যবস্থাই দুর্বল হচ্ছে। দেশের আয়ের ১৭ শতাংশ আসে কৃষি বেং আনুষঙ্গিক ক্ষেত্র থেকে।

কৃষিক্ষেত্রে বরাদ্দ হয়েছে ১.৬৩ লক্ষ কোটি টাকা। গত বাজেটের পরিবর্তিত পরিমাণ হয়েছে ১.৩৩ লক্ষ কোটি টাকা। সংখ্যায় বৃদ্ধি হল ৫.৪ শতাংশ। তাই প্রকৃত বৃদ্ধি একেবারেই সামান্য। এর মধ্যে কৃষি গবেষণাতে মারাত্মক ঘটনা ঘটল। এতে অর্থ বরাদ্দ ৩ শতাংশ কমে গেল। পশু ও মৎস্য প্রকল্পে অর্থবরাদ্দ বিরাটভাবে ২৬.৭ শতাংশ বৃদ্ধি হল। এর উদ্দেশ্য অবশ্যই রপ্তানির বাজারে প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি। এটা ভালই হয়েছে।

গ্রামোন্নয়ন ঃ

এটা বাজেটের একটা বড় দুর্বলতা যে গ্রামোন্নয়নের বিষয়ে বেশ কিছু ধারাবাহিক পদক্ষেপ না দেওয়া। গ্রামাঞ্চলের দীর্ঘদিনের সমস্যা হল কৃষিপণ্যের সঠিক দাম না পাওয়া, লভ্যাংশ কমে যাওয়া। ফলে কৃষক গ্রামীণ মানুষের প্রকৃত আয় বৃদ্ধি বাস্তবে ঋণাত্মক। বর্তমানে গ্রামীণ অঞ্চলে চাহিদা বৃদ্ধির যে গল্প শোনা যাচ্ছে সেটার কারণ দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির হার অতি উচ্চ নয়। তাই মনে হচ্ছে ওরা ভাল আছে। উচিত কৃষক ও গ্রামীণ মানুষের আয় বাড়ানো মজুরি বাড়ানো এবং কৃষি বহির্ভূত আয় বাড়ানো। এই বিষয়ে বাজেটে বরাদ্দ বাড়ছে না।

শিল্প ও শিল্পোৎপাদনে

১৩ বছরের মেক ইন ইন্ডিয়া'র ফল ভারতের ম্যানুফ্যাকচারিংয়ে জাতীয় আয়ের ২৫ শতাংশ এ নিয়ে যাওয়া পরিকল্পনার বিপরীতে গেছে। অর্থাৎ তা নেমে গেছে ১৭ শতাংশ থেকে ১৪ শতাংশ এ। এছাড়া ঐ ক্ষেত্রে কাজের পরিমাণও কমে গেছে। উৎপাদনে ভারত যাতে একটা বিশেষ জায়গা পৌছতে পারে তার জন্য 'বায় ও ফার্মাশক্তি' নামে এক পরিকল্পনার জন্য নতুন করে ১০ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। তবে এটা এক বছরের জন্য নয়, আগামী পাঁচ বছরের জন্য।

ক্ষুদ্রশিল্পের উন্নতির জন্য দশ হাজার কোটি টাকার এসবই গ্রোথ ফান্ড করা হয়েছে এবং এরপরও ২০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে এই ক্ষেত্রের অর্থ সরবরাহ করার জন্য। এছাড়া মানুষের ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ২৫ কোটি মানুষকে দারিদ্র্য সীমার ওপরে নিয়ে যাওয়া লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করেছে। মেডিক্যাল ট্যুরিজম অর্থাৎ ভাল চিকিৎসার জন্য অন্য কোন স্থানে যাওয়া—এই বিষয়ে ভারতকে বিশ্বের বাজারে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

স্বাস্থ্য ক্ষেত্র

স্বাস্থ্যক্ষেত্রে প্রায় ১০ শতাংশ ব্যয় বরাদ্দ করলেও বাস্তবে তা একেবারেই কম, প্রায় ৩.৫ শতাংশ। আবার যদি সামগ্রিক আয়ের অংশ হিসাবে দেখা যায় তবে ভারতে স্বাস্থ্য খাতে ০.৩৭ শতংশ থেকে কমে ০.২৮ শতাংশে নেমেছে ২০২০-২১ থেকে ২০২৬-২৭ এর গেজেটে। স্বাস্থ্য বাজেটের ক্ষেত্রে মোট বাজেটের ২.২৬ শতাংশ থেকে ২.০৭ শতাংশে নেমেছে ওই কয় বছরে। শিশু, মহিলা মাতৃত্বকালীন চিকিৎসা, টিবি ও অন্যান্য জনস্বাস্থ্যের বিষয়ে ভাল করতে হলে এই ক্ষেত্রে বরাদ্দ বাড়াতে হবে।

কিছু আর্থিক বিষয়

সরকার মূলধনী ব্যয় বাড়াচ্ছে ১২.২ লক্ষ কোটি টাকার। এর ওপর আছে রাজ্যকে বিশেষ সুবিধা দিয়ে আরো পাঁচ লক্ষ্য কোটি টাকার মূলধনী ব্যয়। মোট ১৭.২ লক্ষ কোটি টাকার বরাদ্দ হচ্ছে। এর ফলে রাস্তা, রেল পরিষেবা, জাহাজ, টেলিকম ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যয় বরাদ্দ বাড়ানো হচ্ছে। এই বিশাল পরিমাণ অর্থ আসছে মূলত বাজার থেকে ঋণ নিয়ে। অর্থাৎ এর ফলে ঋণের পরিমাণ বাড়বে। এবং বাড়বে পরপর সুদের বোঝাও। রাজস্ব ঘাটতি আর কমানো যাচ্ছে না। তা প্রায় একই থাকছে, জাতীয় আয়ের ৪.৩ শতাংশে। অর্থনীতিবিদ রথীন রায় দেখাচ্ছেন (ইকনমিক টাইমস, ২রা ফেব্রুয়ারি) সরকারের ব্যয়ের পরিমাণের অংশ বাড়ছে না। বরং দিন দিন কমছে। এছাড়া কর আদায়ের ক্ষমতাও কমে আসছে। কর বহির্ভূত আয়ের মধ্যে প্রায় অর্ধেকই আসে রিজাভ ব্যাঙ্কের দেয় লভ্যাংশ থেকে। সরকারি ক্ষেত্র যেমন তেল সংস্থা, ইনসিওরেন্স, ব্যাঙ্ক সহ অন্যান্য সরকারি বাণিজ্যিক ক্ষেত্রের লভ্যাংশ বেশ কম।

বাজেটের দৃষ্টিশক্তি

বাজেট কেবল আয়-ব্যয়ের হিসাব নয়। সরকারের একটা দৃষ্টিভঙ্গিও কাজ করে অর্থনীতি চালাবার জন্য। সরকার বাজেটে কেবল উৎপাদনে যোগানের বিষয়টিই দেখছেন কিন্তু চাহিদা না বাড়লে যোগান বাড়বে না। এটা কয়েক বছর ধরেই বলা হচ্ছে, কিন্তু একথা কানে তোলার এবং তা অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়ার লোক কোথায়?

বানিজ্যচুক্তি এখন জরুরি, তবে অন্য দেশের সঙ্গে শর্ত কী গুরুত্বপূর্ণ

কিশোরকুমার বিশ্বাস

আমরা বিশ্বায়নের যুগ বলে ১৯৯০-এর দশক থেকে যা দেখছি তার অনেক কিছুই কিন্তু সবসময় ধরা পড়ে না। ১৯৯১ সাল থেকে যে খোলা অর্থব্যবস্থার দিকে ভারত যাত্রা করল তার ফল অনেকেই দেখছেন এবং অনেকে দেখেও বুঝতে পারছেন না। সাধারণভাবে মনে হতে পারে খোলা আর্থিক ব্যবস্থায় অনেক ভাল আছে মানুষ। একটা ঝাঁ চকচকে ভাব দেখা যাচ্ছে অনেক জায়গায়। এত মানুষ আগে বিদেশে যেতে পারে নি। ট্রেনের কামরাগুলো এখন বেশি বেশি করে বাতানুকুল (এসি) হচ্ছে। প্লেনে করে অনেক সাধারণ মানুষ কাজে বা বেড়াতে যাচ্ছে যেগুলো ১৯৮০-তেও ভাবা যেত না। শেয়ার মার্কেট, মোবাইল টেলিফোন, কম্পিউটার, সুন্দর মডেলের মোটর সাইকেল, চিকেন, ফল খাওয়া, দামী মদ খাওয়া সকলের জুতো, পোষাক, শীতবস্ত্র। এসবই মনে হতে পারে দেশের মানুষেরজীবন পাল্টে দিয়েছে বিশ্বয়িত অর্থব্যবস্থা। এছাড়া বড় বড় রাস্তা, শপিং মল, ঘরে বসে যে কোনো জিনিস পাবেন যা আগে কিছু বড় শহরের মানুষই জানত বা বিদেশ থেকে খবর আনতো। তাই যারা বিশ্বায়িত অর্থ ব্যবস্থাকে এখনও পছন্দ করে না তারাও বোধ হয় ভাবছেন যে এই নতুন ব্যবস্থার অনেক ভাল দিক আছে।

আবার বিপরীতে এটাও হচ্ছে এই যে ঝাঁ চকচকে ব্যবস্থা এটাতে তো আর সকলেই অংশ নিতে পারছে না। প্রথমে ২/৩ শতাংশ লোককে সুযোগ দিয়েছিল এবং পরে বিভিন্ন কারণে, তা ২৫-৩০ শতাংশ মানুষের উপকারে এসেছে। এর ফল হল যারা একবার সুযোগ নিতে পেরেছে তারা ভাল অবস্থাতেই আছে। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ নতুন অবস্থা থেকে বিশেষ সুযোগ পেল না। এর একটা অন্য অসুবিধা এল যা অত্যন্ত মারাত্মক। কিছু মানুষ অতি লাভবান হয়েছে কিন্তু বেশির ভাগ মানুষই তেমন কিছুই পেল না। এর ফলে জন্মাল তীব্র আকারের বৈষম্য।

খোলা ব্যবস্থা চালুর সাধারণ কারণ

নতুন ব্যবস্থা তৈরির জন্য উন্নত দুনিয়ার দেশেরই বেশি আগ্রহ ছিল। তখন প্রয়োজন হল অনুন্নত দেশের রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রিত করে ওই সমস্ত দেশের মানুষের মধ্যে জনমত তৈরি করে বিশ্বায়িত অর্থব্যবস্থা চালু করার। ধীরে ধীরে নতুন ব্যবস্থা চালু হল। ১৯৯০-এর দশকে বিশ্ব অর্থব্যবস্থা হল মোটামুটিভাবে উম্মুক্ত। ধীরে ধীরে আইন পাল্টে তার জন্য সব বাধা দূর করার ব্যবস্থাও হল। ফলে বিভিন্ন দেশের অর্থব্যবস্থায় পরিবর্তন আসল। সামগ্রিকভাবে অনেক দেশের অর্থ ব্যবস্থার বৃদ্ধি হতে তার জন্য সব বাধা দুর করার ব্যবস্থাও হল। ফলে বিভিন্ন দেশের অর্থব্যবস্থায় পরিবর্তন আসল।

বড় বড় ধাক্কাও ঘটেছে বিশ্ব অর্থব্যবস্থায়

প্রথম বড় ধাক্কা এল দক্ষিণ এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায়। 'এশিয়ান টাইগারস' বড় ধাক্কার সম্মুখীন হল। সিঙ্গাপুর, দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ান এই চারটি দেশ খুব তাড়াতাড়ি প্রায় উন্নত দেশে পরিণত হয়েছিল। আধুনিক টেকনোলজির ব্যবস্থার, রপ্তানিমুখী অর্থব্যবস্থা ইত্যাদির ফলে তাদের এই উড়ান। এছাড়া পাশে থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া এবং ইন্দোনেশিয়াও অনেকটা বড় হওয়ার চেষ্টা করে এবং তারাও শিল্পায়নে অনেকটা এগিয়ে যায়। হংকং এবং সিঙ্গাপুর বিখ্যাতহল বড় ফিনান্সিয়াল কেন্দ্র হিসেবে এবং দক্ষিণ কোরিয়া এবং তাইওয়ান বড় মাত্রার ম্যানুফ্যাকচারিং কেন্দ্র হিসেবে। তবে ১৯৯৭ থেকে ১৯৯৮-এর মধ্যে ওই দেশগুলোতে ১০ বড় রকমের আর্থিক ধাক্কা লাগে। তাদের মুদ্রার বিনিময় হার ৩০ থেকে ৮০ শতাংশ কমে যায়।

এরপর বড় ধাক্কা আসে খোদ আমেরিকাতে

_সিকিউরিটাইজেশনই কোন বড় অর্থ প্রতিষ্ঠানকে বড় রকমের ধ্বংস থেকে আটকাবার উপায়। আর সেই সময় এই পদ্ধতিই বড় বড় অর্থ প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংস করল, সরকারকে মাঠে নামতে হল। বহু বিলিয়ন ব্যয় করে আমেরিকার সরকার দেশের অর্থব্যবস্থাকে বাঁচিয়ে রাখল। এবং তারপর এই সিকিউরিটাইজেশনের ওপর নেমে আসল ব্যাপক বাধা নিষেধ। এই সমস্যাকে অবশ্য অনেকে সাব প্রাইম ক্রাইসিস বলে যেখানে ঋণ পাওয়ার পুরোপুরি যোগ্য নয় এরকম অনেক মানুষকে ঋণ দেওয়ার জন্যই এই অবস্থা।

তা হলে বিশ্ব অর্থব্যবস্থার কী হাল হল?

ঠিক এই বিষয়গুলো থেকে বোঝা যাচ্ছে বিশ্বায়নের অর্থব্যবস্থা যে এরকম হবে ভাবা হয়েছিল তা অনুযায়ী চলছিল না। এছাড়া এর মধ্যেই বহু দেশে ছোট বড় বিভোক্ষ আন্দোলনই লেগেই থাকল। এই গুলোকে কোনভাবে নিরসন করতে গিয়ে বিভিন্ন দেশে কিছু নতুন নতুনভাবে কয়েকটি দেশের মধ্যে বিশেষ অর্থব্যবস্থার জন্য চুক্তি করতে লাগল। এর ফলেই বহুদেশীয় ওয়াল্ড ট্রেড অরগানাইজেশন-এর নিয়ম একটু একটু করে ভাঙতে লাগল।

বাণিজ্য চুক্তি হল বিশ্বায়নের ব্যর্থতার বা অপূর্ণতার কারণ

পুরোপুরি খোলা অর্থব্যবস্থা প্রায় কেউই করলো না। বরং নিজেদের সুবিধা মত যতটা যা পারা যায় তাই করেই এগুতে লাগল। এই বিশ্বে জাতীয় উৎপাদনে পরিবর্তন এল। প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হলে উৎপাদনের খরচ কমাতে হবে এবং মান বজায় রাখতে হবে।

ভারত এর পক্ষে স্থানীয়ভাবে এশিয়ান বা বিনস্টেক রং অন্য অনেক বাণিজ্য চুক্তিই করা হয়নি। একটা বড় কারণ ভারতের প্রতিবেশী দেশগুলো তেমন উন্নত নয় এবং এই চুক্তিতে হয়তো ভারতের লাভ কম। কিন্তু ২০ বছর চেষ্টার পর বর্তমানে বিশেষ পরিস্থিতিতে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে যে বাণিজ্য চুক্তি করার পথ প্রশস্ত হয়েছে সেটাতে হয়তো দুপক্ষেরই সুবিধা হবে। তবে ভারতের সঙ্গে আমেরিকার চুক্তির বিষয়ে সকলেই সন্দিহান। মনে করা হচ্ছে ভারতে বোধ হয় আমেরিকার কাছে নতজানু হয়ে পড়ছে। ভারতের ওপর যেভাবে শর্ত চাপানো হচ্ছে রাশিয়ার কাছে তেল না কেনার বা অন্যান্যভাবে খাতে আমেরিকার সুবিধা এবং ইচ্ছামত ভারত যাতে আগামীদিনে অর্থব্যবস্থা চালায় তার ব্যবস্থাই হচ্ছে বলে মনে করা হচ্ছে।

বিলম্বিত অর্থব্যবস্থার যা যা গুণাগুন পাওয়া হয়েছিল তা আজ প্রশ্নের মুখে, অনেকে অবশ্য মনে করছেন বর্তমান শাসকদের মধ্যেই কিছু সমস্যা আছে। তাই তাদের পক্ষে দেশের স্বার্থ মেনে কাজ করা মুখকিল। আজ সবচেয়ে বেশি করে দেশের মানুষের যেটা প্রয়োজন তা হল কোনরকম নীতিহীন বা দুর্নীতিগ্রস্থ মানুষের হাতে দেশকে দেওয়া যাবে না। সকলের জন্য হবে সরকার। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে তা চলবে এবং জনহীন, তথ্যহীন, বিকৃত মতাদর্শের ওপর প্রতিষ্ঠিত কোন গোষ্ঠীর থেকে দুরে থাকতে হবে এবং সরকারের কাজকর্মের ওপর সজাগদৃষ্টি রাখতে হবে।

এই বাজেট কার্যত লগ্নিকারীদের হতাশ করেছে

জীবন চন্দ্র পাইন

সারা ফেব্রুয়ারি মাস জুড়ে নানা খবরে বাজারে মহা উথাল-পাতাল দেখা গেল। কোন স্থিতিশীলতা বাজারে থাকছে না। প্রথমেই আসি বাজেট-এর ব্যাপারে। ১লা ফেব্রুয়ারি সীতারামন বাজেট পড়ার সময় প্রথম দিকে অনেক আশা নিয়ে সবাই আশান্বিত হয়েছিল কিন্তু বাজেট যত এগিয়েছে ততই সবাই আশাহত হয়েছে। সেনসেক্স হারায় 1843 পয়েন্ট। লগ্নিকারিদের খাতা থেকে মুছে গিয়েছিল 9.41 লক্ষ কোটি টাকার শেয়ার সম্পদ। বিদেশি লগ্নি সংস্থাগুলিকে ভারতমুখী করার জন্য বাজেটে কোনও দাওয়াই ছিল না।

ভারত নাগাড়ে রাশিয়া থেকে সস্তায় তেল কেনার সুফল দেশবাসীর কাছে পৌঁছলো না। বিশ্ববাজারে বহুদিন ধরে ৬০ - ৬৫ ডলারে তেলের দাম থাকা সত্ত্বেও দেশে পেট্রোল ডিজেলের দাম কমেনি। তেল কোম্পানিগুলো মুনাফার পাহাড় করেছে। তৃতীয় ত্রৈমাসিকে ইন্ডিয়ান ওয়েল 322 শতাংশ মুনাফা বেড়ে হয়েছে। 12,126 কোটি টাকা। ভারত পেট্রোলিয়াম 62% থেকে মুনাফা হয়েছে 7545 কোটি টাকা।

আর বি আই রেপো রেট (যে সুদে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অন্য ব্যাঙ্কগুলোকে ধার দেয়) অপরিবর্তিত রাখলো। তবে ছোট শিল্পের জন্য পুঁজির ব্যবস্থা সহ কিছু সিদ্ধান্ত এবং অর্থনীতি নিয়ে কিছু সদর্থক বার্তা দিয়েছে। কৃত্রিম মেধা (A1) জনিত সমস্যা নতুনভাবে বাজারকে পতনের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। AI সংস্থা অ্যানথ্রপিক (Antrapic) 'কোওয়ার্ক' (quark) নামে একটি উন্নত ব্যবস্থা তৈরি করেছে, যা অনেক সনাতন তথ্য প্রযুক্তি পরিষেবার প্রয়োজন হবে না। এতে তথ্য প্রযুক্তি সংস্থাগুলোর ব্যবসার ভয়ঙ্কর ক্ষতি হবে। এখবরে আইটি সহ সারা বাজারকে নিচের দিকে টেনে নামাচ্ছে।

তৃতীয় ত্রৈমাসিকের (Oct'25 to Dec'25) আর্থিক ফল ভালো মন্দ মিশিয়ে। স্টেট ব্যাঙ্কের নীট মুনাফা 21,028 কোটি টাকা ছুঁয়ে রেকর্ড করেছে। এছাড়াও HDFC, Bank, Airtel, LIC, Tata Steel & Ritania, Bata, Mahindra and Mahindra, TITAN ইত্যাদি বড় কোম্পানিগুলোর আর্থিক ফল ভালো হয়েছে। যার প্রভাব শেয়ারের দামে করেছে। অন্যদিকে LG, Coal India -এর মত কোম্পানির মুনাফা করেছে।

অ্যাকুমস ড্রাগ অ্যান্ড ফার্মাসিটিক্যালস লিমিটেড (Akums Drugs and Pharmaceuticals Ltd) : কোম্পানি 30 শে জুলাই থেকে 1 লা আগস্ট, 2024-এর মধ্যে বাজারে IPO আনে। কোম্পানির প্রোমোটার সন্দীপ জৈন এবং সঞ্জীব জৈন। 2004 থেকে এই কোম্পানির যাত্রা শুরু। আজ পর্যন্ত কোম্পানির অগ্রগতি চোখে পড়ার মত। ড্রাগ ইন্ড্রাস্ট্রিজের অন্যতম বৃহৎ 'CDMO' কোম্পানি। দেশীয় স্তরে এদের কর্মকাণ্ড উল্লেখযোগ্য এবং তা ছাড়িয়ে বিদেশের মাটিতে বিভিন্ন venture -এর মাধ্যমে এদের অগ্রগতি অব্যাহত। এই চলন্ত অগ্রগতির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল 2019 থেকে 2021-এর মধ্যে 'প্যারাবোলিক ড্রাগ' (Parabolic Drug) বলে একটি বৃহৎ কোম্পানিকে এরা অধিগ্রহণ করে। যা এদের কর্মকাণ্ডকে বহু গুণ বাড়িয়ে দেয়। বড় বড় মিউচুয়াল ফান্ডগুলির ঝুলিতেও এদের শেয়ার আছে। শেষ তিন বছরে 49% গড়ে নীটমুনাফা অর্জন করেছে। 2024 শে 1000 কোটি থেকে 2025 শে 1047 কোটি টাকা operating profit করেছে। শেয়ারের বর্তমান দাম 490 থেকে 500 টাকার কাছাকাছি। উপরে 1170 টাকা গেছিল। তাই সবদিক বিবেচনা করে এই দামে বিনিয়োগভাবনা রাখা উচিত। স্বল্পমেয়াদে 570–590 টাকা, মধ্যমেয়াদে 680–700 টাকা এবং দীর্ঘমেয়াদে খোলা আকাশের লক্ষ্যমাত্রা দিচ্ছে বাজার বিশেষজ্ঞরা। যারা SIP তে দীর্ঘমেয়াদে বিনিয়োগ করেন তাদের কাছে এই শেয়ার মরুদ্যান।

লীলা প্যালেস অ্যান্ড রিসোর্ট (Lila Palace and Resort) : সরকার গত কয়েকটি বাজেটে Medical Tourism এবং Domestic Tourism-এর ওপর জোর দিচ্ছে। কোম্পানির পূর্বের নাম 'ক্লস' (Schlass)। কোম্পানির হেড অফিস মুম্বাইতে। অনেক জায়গায় এদের জমি রয়েছে। 14 টা operational Property আছে। দুবাইতে 546 শয্যাবিশিষ্ট বড় হোটেল আছে। শেষ ডিসেম্বর 2024 শে 56 কোটি PAT (Profit After Tax) থেকে ডিসেম্বর 2025 শে 146 কোটি হয়েছে। প্রোমোটারের হোল্ডিং 75–76%। সাধারণ শেয়ার হোল্ডারের অংশ 4–5%। বিদেশি বিনিয়োগকারী সংস্থা এবং দেশীয় বিনিয়োগকারী সংস্থাদের বিনিয়োগ এই শেয়ারে আছে। ক্রেডিট রেটিং (Credit rating) খুব শক্তিশালী। valuation-এর দিক থেকে দেখলে এই দাম সস্তা (435 টাকা)। স্বল্পমেয়াদে 550 টাকা আর মধ্যমেয়াদে 700 টাকার লক্ষ্যমাত্রা দিচ্ছে এবং দীর্ঘমেয়াদে খোলা আকাশ। যারা ভালো শেয়ার দীর্ঘমেয়াদে SIP বেসিসে বিনিয়োগ করতে চান তারা এই শেয়ারে ধ্যান দিতে পারেন।

এছাড়াও বেশ কিছু ভালো শেয়ার, বাজার ওঠানামাতে দোদুল্যমান হচ্ছে, সেইসব শেয়ার নীচের দামে কিনতে পারেন। যেমন—SBI, Infosys, Reliance, HCl-Tech, Wipro, Concor ইত্যাদি। Yes Bank 20.10 – 21.40 -এর মধ্যে ঘোরাফেরা করছে। নীচের দামে বিনিয়োগে ধ্যান দেবেন। SIP চলবে। Tata Steel নীচের দামে নিয়ে খেলবেন। উপরে যাবার ভালো খবর আসছে। IOB (Indian Overseas Bank) 34.50 – 35.00 টাকার আশে পাশে নিয়ে খেলুন। উপরে যাবার খবর আছে।

Commodity : সোনা-রুপো একটা রেঞ্জের মধ্যে ঘোরাফেরা করছে। রুপো 2,35,000 – 2,60,000 -এর মধ্যে আর সোনা 1,42,000 – 1,59,000-এর মধ্যে ওঠানামা করার ফলে একটা রেঞ্জ বোঝা যাচ্ছে। রুপোর 2.60 – 2.75 লাখের কাছে আসলে বেচে রাখুন। আর সোনা 1.60 – 1.65 লাখ এলে বেচে রাখুন। তবে যাই করুন stop lass দিয়ে কাজ করবেন। ইরানের ওপর আমেরিকার নজরদারি যা যুদ্ধ পরিস্থিতির প্রথম ধাপ। যা ক্রুডের দাম বৃদ্ধিতে সাহায্য করবে। তীক্ষ্ণ নজর থাকবে ক্রুডের ওপর। ন্যাচারাল গ্যাস (NG) 2.53-এর নীচে এলে নিয়ে খেলার চেষ্টা করুন। কিন্তু stop loss অবশ্যই দিয়ে কাজ করবেন।

আজ এই পর্যন্ত। খবরের ডালি নিয়ে আগামীতে দেখা হবে। পত্রিকায় নজর রাখুন। (মতামত নিজস্ব) জীবনচন্দ্র পাইন 98755 30589 / 98301 36198

স্মৃতি-বিস্মৃতির দাঁড়ি পাল্লায়

রুপায়ন চৌধুরী

গত পাঁচ বছরে কেমন ছিলেন? এখন কি আরও ভাল বোধ করছেন? না কি অবস্থা আরও খারাপ হয়েছে? নির্বাচনের প্রাক্কালে রাজনৈতিক নেতারা ভোটারদের সামনে এসব প্রশ্ন করে থাকেন। এই রাজ্যের মানুষরা যখন এবার ভোট দিতে যাবেন, তখন এই প্রশ্নটাই তো ভোটারদের মনে থাকার কথা। সত্যিকারের কি ভোটাররা এসব ভেবে চিন্তে ভোট দেন? গবেষণালব্ধ একটি বিষয় থেকে জানা গেছে, ভোটাররা আসলে ভোটের আগের মাস ছ'য়েকের কথা ভেবে দেখেন। আবার দেশের অনেক রাজনীতিকরা মনে করেন, ছ'মাস নয়, বড় জোর মাস দুই অথবা তিন মাসের কথা ভোটারদের মনে থাকে। তার আগে কে কতবার জেলে গেছেন, কে কতবার দল বদলেছেন, সরকারের কোন সিদ্ধান্তে জন্য হেনস্থা হতে হয়েছিল— ভোটারদের মনেই থাকে না। মানুষ পুরনো ঘটনা ভুলে গিয়ে এগিয়ে চলেন। এরই সঙ্গে রাজনীতিকরা পুরনো ঘটনা ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে যান। এ খেলায় যে নেতা যত পারঙ্গম, তিনিই তত সফল। ইদানিং সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে কোন খবরই একদিনের বেশি স্থায়ী হয় না। ভোটারদের মনে নিত্য দিন ঘটনা ঢোকে এরপর 'ডিলিট' হয়ে গিয়ে স্মৃতির 'রিফ্রেশ' প্রক্রিয়া চালু হয়ে যায়।

এই রাজ্যে যেমন এখন চলছে এস আই আর প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ার ফলে ভোটারদের হয়রানি, নাম বাদ পরা নিয়ে আতঙ্ক—এসব মনে রেখেই কি ভোটাররা ভোট দেবেন? অন্যান্য ঘটনা কি ভুলে যাবেন?

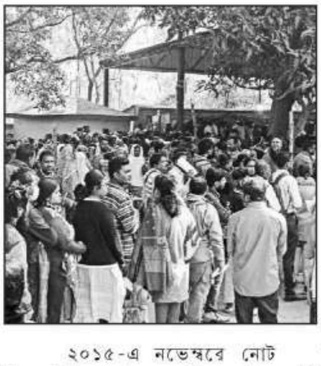

২০১৫-এ নভেম্বরে নোট বাতিলের কথা সকলেরই মনে আছে। তখন মানুষের কপালে হেনস্থা জুটেছিল। তারপরের ভোটে কি তার প্রভাব পড়েছিল? নোট বাতিলের পর সাতটি রাজ্যের বিধানসভার ভোট হয়েছিল। একমাত্র পঞ্জাব ছাড়া সর্বত্র বিজেপি ভোটে জিতে ক্ষমতায় এসেছিল। সদ্য বিহারে এস আই আর পর্বের পর ভোট হয়েছে। সেখানেও মানুষের যথেষ্ট ক্ষোভ দেখা গেচে। অথচ ভোটে সব 'ভ্যানিশ'। সেখানে চর্চা হয়েছে শুধু নীতীশ কুমারের মহিলাদের জন্য দশ হাজার টাকার উপহার। এর একটা উল্টোদিকও রয়েছে। একটা দল যদি ধারাবাহিকভাবে গোটা সময়টা ধরে খুব খারার সরকার চালায়, তবে মানুষে মনে একটা নেতিবাচক ধারণা তৈরি হয়ে যায়।

এই রাজ্যের আসন্ন নির্বাচনে শাসকদল এবং প্রধান বিরোধী দল দুটি পৃথক তথ্যকে সামনে রেখে এগিয়ে চলেছে। আবার একটি শ্রেণী ভাবছে, সঠিক সময়ে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ না হলে নির্বাচন পিছিয়ে যাবে। রাষ্ট্রপতির শাসনে ভোট হবে ইত্যাদি এবং ইত্যাদি। এসব যদিও এখনও আলোচনার জন্য চালিয়ে যাওয়ার স্বপক্ষে নির্ভেজাল গুজব। এরাজ্যে শেষ পর্যন্ত ভোটাররা কতখানি মনে রাখবেন আর কতটা ভুলে যাবেন, তার ওপরই সবকিছু সমাধা হবে।

প্রিয় সম্পাদক

অশুভ ইঙ্গিত

রাতের অন্ধকারে একটি দেশের রাজধানীতে আক্রমণ হেনে রাজপ্রাসাদের শয়নকক্ষ থেকে প্রেসিডেন্ট নিকোলাস এবং তাঁর সহধর্মিনীকে ধরে নিয়ে যাচ্ছেন আমেরিকান সৈন্যরা—এই দৃশ্য দেখে মেষশাবক আর বাঘের গল্পটা মনে পড়ে যায়। মেষশাবকের কত বড় স্পর্ধা যে সে বাঘের জল ঘোলা করে দিয়েছে। মেষশাবক প্রতিবাদ করে বলে, এতটা নীচে থেকে অত উপরের জল কীভাবে ঘোলা করা যায়? বাঘ তখন বলে, "তুই যদি না করিস তবে এটা তোর বাবার কাজ"। এই বলেই বাঘ মেষের ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

এখানেও সেইমতো জল ঘোলা করা হয়েছে। যুদ্ধরত দেশগুলোর বিবাদ ঠেকাতে আসরে নেমেছেন এক প্রেসিডেন্ট। একমাত্র নোবেল কমিটি তাঁর এই অবদানের মূল্যায়ণ করতে পারছে না। হঠাৎ প্রেসিডেন্টের মনে পড়ছে গ্রীনল্যান্ডের কথা। ডেনমার্কের অধীনে কেন থাকবে গ্রীনল্যান্ড? ফলে তাঁর ওই ভূখণ্ডটা চাই। মামাবাড়ির আবদারের মতো। যাঁরা এই প্রেসিডেন্টকে ভোট দিয়ে ক্ষমতায় এনেছিলেন তাঁদের চোখ এখন ছানাবড়া। প্রশাসকের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রতিদিন বাড়ছে। আমদানির উপর দুমদাম শুল্ক বসানো হচ্ছে।

এখন দেখার বিষয় মাদুরো পর্ব, বর্ধিত আমদানি শুল্ক এসব থেকে আগুন আরও কতটা বাড়ে। ইতিমধ্যেই বিশ্বব্যাপী, অসন্তোষ দানা বাঁধছে। সেটা কোথায় গিয়ে ঠেকবে, সেটাই দেখার।

তমাল প্রামাণিক, বারাসত

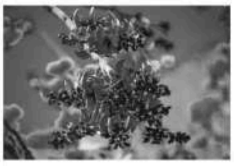

বসন্ত সমাগত

বসন্তকালে উচাটন হয়ে ওঠে মন। পলাশপ্রিয়ার আবাহন, 'ভ্যালেন্টাইন ডে' আরও কত অনুষ্ঠানে ব্যস্ত থাকেন সকলে। কবিগুরুর পছন্দের ঋতু বসন্ত তার বর্ষা। শহরে অতটা বোঝা না গেলেও একটু গ্রামের দিকে পা বাড়ালে বেশ বোঝা যায়। বসন্ত আসছে। ভোরে কোকিলের কুহুধ্বনি আর আমগাছে মুকুলের দেখা মিলবে। এসব মিলিয়ে বসন্ত আরও আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। এটাই বসন্তের জাদু। বসন্তকালকে নিয়ে বিশ্বব্যাপী কবিদের অজস্র লেখা রয়েছে, প্রত্যেকটি লেখাই অত্যন্ত সুখপাঠ্য এবং সাহিত্যের রত্নসম্ভার।

সমর দে, নৈহাটি

কিংখান

ক্রিকেট মহলে তাঁকে সবাই জানে 'কিং খান' বলে। ১৯৯২-এর ক্রিকেট বিশ্বকাপে পাকিস্তানকে জেতানোর মূল কারিগর ছিলেন তিনিই। ইদানিং ইমরান খানের শরীর-স্বাস্থ্যের অবণতি গোটা বিশ্বের ক্রিকেট মহলে উদ্বিগ্ন। ক্রিকেট ছেড়ে রাজনীতিতে এসেছেন। নিজস্ব দল গড়েছেন। সেই দলও বেশ কিছুদিন পাকিস্তানকে শাসন করেছেন। তাঁর শাসনকালে পাকিস্তানে সমস্যা অনেক ছিল, কিন্তু সেই সমস্যার সঠিক সমাধান করতে পারেন নি তিনি। ফলে সেই দেশের সেনাবাহিনীর রোষানালে পড়েন ইমরান। ধীরে ধীরে সেনাবাহিনীর কব্জায় চলে যান কিং খান। পাকিস্তানের বর্তমান শাসকদলের শত্রু তিনি। ফলে তাঁকে জেলে পচতে হচ্ছে। অতীতের ক্রিকেট তারকারা পাকিস্তান সরকারের কাছে আবেদন জানিয়েছেন, ইমরানকে যোগ্য মর্যাদা দেওয়ায়, দেখা যাক শাহবাজ শরিফরা কী করেন।

প্রলয় বোস, তালতলা

স্টেডিয়াম

অবনমন হল ক্রিকেটে, শামি বাদ

কোহলি ও রোহিত

নিজস্ব প্রতিনিধি- ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের বার্ষিক চুক্তিতে এক ধাপ নামানো হল বিরাট কোহলি এবং রোহিত শর্মাকে। আগের চুক্তিতে তাঁরা ছিলেন এ + বিভাগে। এবার তাঁরা রয়েছেন গ্রেড ডি-তে। মহম্মদ শামিকে একেবারেই বাদ দেওয়া হয়েছে চুক্তি থেকে। এবার বোর্ড এ + বিভাগ একেবারেই তুলে দিয়েছে।

এ + বিভাগের ক্রিকেটাররা পেতেন বছরে ৭ কোটি টাকা। এখন ক্রিকেটের তিনটি ফর্ম্যাটে খেলেছেন যশপ্রীত বুমরা। শুধুমাত্র একজন ক্রিকেটারের জন্য একটি বিভাগ রাখাকে উপযুক্ত মনে করেন নি বোর্ড। এর ফলে এখন বছরে ৭ কোটি টাকা আর কোনও ক্রিকেটারকেই দেওয়া হবে না। এ, বি, সি—তিন বিভাগে থাকা ক্রিকেটাররা বছরে বোর্ডের কাছ থেকে পাবেন যথাক্রমে পাঁচ, তিন এবং এক কোটি টাকা করে। মহিলা ক্রিকেটাররা পাবেন যথাক্রমে ৫০ লক্ষ, ৩০ লক্ষ এবং ১০ লক্ষ। শামির জন্য পাকাপাকিভাবে জাতীয় দলের দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

পাকিস্তানকে হেলায় হারাল ভারত

কলম্বো- টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারত বনাম পাকিস্তানের খেলা নিয়ে একটা ব্যাপক নিম্নচাপ তৈরি হয়েছিল। সেই নিম্নচাপের জেরে ওঠা প্রচণ্ড ঝড়ে উড়ে গেল পাকিস্তান। ভারত ১৭৫ রান করেছে ৭ উইকেটে। পরে ব্যাট করতে নেমে ১৮ ওভারের মধ্যেই ১১৪ রান তুলে সকলে আউট হয়ে যান। এবারের ঝড়ের নাম ঈশান কিষন। তাঁর স্কোর ৪০ বলে ৭৭ রান। দু'শোর কাছে স্ট্রাইক রেট। ভারত জিতল ৬১ রানে।

এই ম্যাচে যেখানে সূর্যকুমার যাদবের মতো ব্যাটসম্যান স্ট্রোক নিয়ে হিমশিম খাচ্ছেন, সেখানে ঈশান মারলেন দশটি চার, তিনটি ছয়। ভারতের বাকি ব্যাটসম্যানরা সবাই মিলে মেরেছেন ন'টি চার, তিনটি ছক্কা। দু'দলের ভাষ্যকাররাই ঈশানের গুণগান করেছেন। পাক অধিনায়ক সলমন আলি আগা ম্যাচের আগে সাংবাদিক সম্মেলনে এসে ভাল ভাল কথা বলেছেন।

জয় দিয়ে শুরু ইস্টবেঙ্গলের

নিজস্ব প্রতিনিধি- আই এস এলে প্রথমবার জয় দিয়ে শুরু করল ইস্টবেঙ্গল। প্রথম ম্যাচেই জোড়া গোল করলেন ইউসেফ এজ্জেজারি। নর্থইস্টের বিরুদ্ধে খেলা শুরুর কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই আশিফ আখতারের সঙ্গে সংঘর্ষে ইউসেফ মাথায় চোট পান। আই এস এলের প্রথম ম্যাচে কখনই জিততে পারেনি ইস্টবেঙ্গল। ইস্টবেঙ্গল তিন গোলে হারিয়েছে নর্থ ইস্টকে। এই ম্যাচে সম্পূর্ণ জ্বলে উঠেছিলেন ইউসেফ।

স্পিনের ভেলকিতে ধরাশায়ী অস্ট্রেলিয়া

উল্লাসে মাতোয়ারা

অ্যাডিলেড- ক্রিকেটের ইতিহাসে একটি নতুন অধ্যায় সংযোজন করল ভারতের মহিলা ক্রিকেট দল। এক দশকের মধ্যে এই প্রথম অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে টি টোয়েন্টি সিরিজ জয় ভারতের।

ওভালে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ৬ উইকেটে ১৭৬ রান তোলে ভারত। এর মধ্যে ৫৫ বলে ৮২ রান করেন স্মৃতি মন্ধানা। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ভারতীয় ব্যাটার হিসেবে তিন ধরনের ক্রিকেটে সর্বোচ্চ রান হল স্মৃতির। এদিন জেমিমা ৪৬ বলে ৫৯ রান করেন। মোট দু'জনে মিলে ১২১ রানের জুটি গড়েন। ভারতের স্কোর তাড়া করতে নেমে ৯ উইকেটে ১৫৯ রানে অস্ট্রেলিয়ার খেলা শেষ হয়। ভারতে স্পিনাররাই চাপে ফেলেন অস্ট্রেলিয়াকে। তিনটি করে উইকেট পান শ্রেয়াঙ্কা, শ্রীচরনি। দুটি উইকেট নেন অরুন্ধুতি রেড্ডি এবং একটি উইকেট পান রেনুকা সিংহ ঠাকুর। ভারত জেতে ১৭ রানে। ম্যাচের সেরা হন স্মৃতি মন্ধানা। অস্ট্রেলিয়াকে ঘরের মাঠে হারানোটা একটা বিশাল ব্যাপার।

নির্বাসিত জোয়েব

আরব আমির শাহি- টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচের ২৪ ঘণ্টা আগে বিতর্ক বাঁধল সংযুক্ত আরব আমির শাহির পাক-বংশোদ্ভূত ব্যাটসম্যান মহম্মদ জোয়েবকে নিয়ে। শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে দল থেকে বাদ পড়লেন তিনি। দুবাইতে ফেরত পাঠানো হয়েছে জোয়েবকে। জোয়েবের বিরুদ্ধে মদ্যপান এবং মহিলাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতায় মেতে থাকার অভিযোগ উঠেছে। তদন্তও শুরু হয়েছে। এই জোয়েব আমিরশাহির হয়ে ১০টি ম্যাচ খেলেছেন।

লাল হলুদে সোজবার্গ

নিজস্ব প্রতিনিধি- ডেনমার্কের ২৬ বছর বয়সি ফুটবলার অ্যান্টন-সোজবার্গ হরুপ ইস্টবেঙ্গলে এলেন। সুপারবাগের ফাইনালে হারার পর দু'জন স্ট্রাইকার হামিদ আহদাদ ও ইবুসুকিকে ছেড়ে দেয় ইস্টবেঙ্গল। এরপরই দরকার হয়ে পড়ে স্ট্রাইকারের। আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়ায় মন্টরে বে এফসি-তে গত মরসুমে ছিলেন তিনি। ৩০টি ম্যাচে পাঁচটি গোল করেছিলেন ডেনমার্কের এই ফুটবলার।

লজ্জার বিদায়

নিজস্ব প্রতিনিধি- সবকিছুই অনুকূলে ছিল, তা সত্ত্বেও সেমি ফাইনালে জম্মু ও কাশ্মীরের কাছে হারতে হল বাংলাকে। এই প্রথম রঞ্জিতে ফাইনালে উঠল জম্মু ও কাশ্মীর। মহম্মদ শামির লড়াই বিফলে গেল। হাতের মুঠোয় ম্যাচকে হারাল বাংলা। জম্মু ও কাশ্মীরের প্রথম থেকেই ছিল সংগ্রামী মানসিকতা। জেতার খিদে বাংলা দলের মধ্যে ছিল না।

বর্ণবিদ্বেষের অভিযোগ ভিনির

মাঠে ঝামেলা

বুদাপেস্ট- উয়েফা কাপে খেলার মধ্যে গণ্ডগোল শুরু হল বর্ণবিদ্বেষের অভিযোগকে ঘিরে। ১৭ ফেব্রুয়ারি 'মাঙ্কি গেট' বিতর্কে প্লে-অফে বেনফিকা বনাম রিয়াল মাদ্রিদ প্রথম পর্বের ম্যাচ বন্ধ থাকল প্রায় ১০ মিনিট। লাল কার্ড দেখলেন জোসে মোরিন হো, ব্রাজিল তারকা ভিনিশিয়াস বলেন, বেনফিকার উইঙ্গার জানুলকা তাঁকে বাঁদর বলেছেন। একই অভিযোগ করেছেন এমবাপে। শেষ পর্যন্ত রিয়াল মাদ্রিদ এক গোলে জেতে ম্যাচটি। কিন্তু সব ছাপিয়ে শিরোনামে এসেছে ভিনিশিয়াসের বর্ণবিদ্বেষের অভিযোগ। রিয়ালের ম্যানেজার ভিনিশিয়াসের পাশে দাঁড়িয়েছেন। রেফারি জানান, তিনি কিছু শোনেন নি। ভিনিশিয়াসের অভিযোগটি নিয়ে ফিফা কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করতে চলেছে।

বিশ্বের সামনে বৈভবের তাণ্ডব

ফাইনালে ইংল্যান্ডকে হারিয়ে অনূর্ধ্ব ১৯ বিশ্বকাপ জয়ের পর ভারতীয় ক্রিকেটাররা।

হারারে- ব্যাট আমাদের দিকে উঁচিয়ে তুলে বোঝালেন "আমি একাই একশো একশো।" আফ্রিকার হারারেতে বৈভবের ব্যাটিং দেখল গোটা দুনিয়া। বৈভব সূর্যবংশী। গত একবছর ধরে বারবার তাঁর নামটা উঠে এসেছে ওপরে ক্রিকেটের তালিকায়। ওভার বাউন্ডারি বাউন্ডারি মারার মুন্সিয়ানা দেখে সকলেই তাজ্জব। বয়সভিত্তিক ক্রিকেট থেকে আই পি এল-সর্বত্রই তার জয়জয়কার। কিন্তু এরকম ব্যাটিং বিক্রম-এর আগে কখনও দেখা যায় নি। অনূর্ধ্ব ১৯-এর বিশ্বকাপের ফাইনালে বৈভব ছিল যেন বাঁধনহারা। একটা বিষয় নিশ্চিত হল যে, বষ্ঠটি ২০-এর বিশ্বকাপ অবসব বসতে চলেছে ভারতে। ৫০ ওভারে ভারতের ৪১১ রান তাড়া করে ইংল্যান্ড অনূর্ধ্ব ১৯ দল থেমে গেল ৩১১ রানে। বিশ্বকাপের ফাইনালে ৬ ফেব্রুয়ারি হারারেতে বৈভব করেছে ৮০ বলে ১৭৫ রান। ১৫টি ছয়, ১৫টি চার। সেঞ্চুরি করেছে ৫৫ বলে। এর সঙ্গে তুলনা করা চলে ১৯৮৩ সালের বিশ্বকাপে জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে খেলা কপিলদেবের সেই ১৭৫ রানের ইনিংস। কপিল খেলেছিলেন ইংল্যান্ডের মাঠে, জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে। বৈভব খেলল ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে, জিম্বাবোয়ের মাঠে, বীরেন্দ্র সহবাগ বলেছেন, 'ধ্বংসলীলা'।

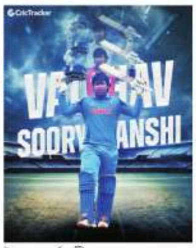

বৈভব সূর্যবংশী

ভারতীয় ক্রিকেটে সূর্যোদয়। শচীন তেণ্ডুলকর বলেছেন, "এই ভয়ডরহীন তরুণ ক্রিকেট দলকে নিয়ে আমার গর্বের শেষ নেই।" গৌতম গম্ভীর থেকে শুরু করে বিরাট কোহলি, সবাই অভিনন্দন জানিয়েছেন, বিহারের সমস্তিপুরে জন্ম বৈভবের। তাঁর রেকর্ড অবিশ্বাস্য। আই পি এলে সেঞ্চুরি, অনূর্ধ্ব ১৯ বিশ্বকাপে সেঞ্চুরি; মুস্তাক আলি ট্রফিতে সেঞ্চুরি, বিজয় হাজারেতেও তাই, যুব টেস্টে শতরান এবং যুব এশিয়া কাপে শতরান। রেকর্ডে রেকর্ডে ছয়লাপ।

বাংলাদেশকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন ভারত 'এ'

ব্যাঙ্কক- মেয়েদের রাইজিং স্টার্স এশিয়া কাপে বাংলাদেশ 'এ'-কে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হল ভারত 'এ'। টসে জিতে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয় ভারত 'এ'। গতবারও চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল ভারত। শুরুতেই ৪৪ রানে ভারতের চার উইকেটে পড়ে যায়। সেখান থেকেই খেলার রাশ ধরেন তেজল হাসনবিশ এবং অধিনায়ক রাধা। দু'জনে মিলে করেন ৫০ বলে ৬৯ রান। নির্ধারিত ২০ ওভারে ভারতের স্কোর হয় ১৩৪-৭। বাকি কাজটা করেন ভারতের বোলাররা। এক সময়ে বাংলাদেশের রান ছিল ৪৭-২। এরপরে ৪১ রানে বাকি ৮ উইকেট পড়ে যায় বাংলাদেশের। ৪০ রানে জেতে ভারত 'এ'। টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপে নিরাপত্তার কারণ দেখিয়ে ভারতে খেলতে আসেনি বাংলাদেশ।

ভারতের আত্ম সমর্পণ দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে

সাউথ আফ্রিকার উল্লাস

নিজস্ব প্রতিনিধি- টি টোয়েন্টিতে ভারতের এই দুর্বল পারফরম্যান্সের পর একটা সন্দেহ অনেক ক্রিকেটপ্রেমীদের মনে ধাক্কা দিচ্ছে। সুপার এইটের গণ্ডি পেরিয়ে টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে পৌঁছতে পারবে? ২২ ফেব্রুয়ারি দক্ষিণ আফ্রিকার সাত উইকেটে ১৮৭ রানের জবাবে ভারতের পালা শেষ হয়ে গেল ১১১ রানে। ৭৬ রানে জিতল দক্ষিণ আফ্রিকা। গ্রুপ পর্যায়ের খেলাতেও ব্যাটিং ব্যর্থতা দেখা গেছে। দু'একজন ব্যাটসম্যান খেলে দিচ্ছেন। সেটা হল না ২২ ফেব্রুয়ারির ম্যাচে। এই মাঠে স্পিন কোনও কাজ করছে না। ভারতের দলে এখন ৮ নম্বর পর্যন্ত সকলেই ব্যাটসম্যান। কিন্তু এই ম্যাচে দুবে ছাড়া কেউই দাঁড়াতে পারলেন না। অভিষেক প্রত্যাশা মতো খেলতে পারছেন না। ভারত জিম্বাবোয়েকে ৭২ রানে হারিয়ে আশা বাঁচিয়ে রেখেছে।

সংগঠনের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের কয়েকটি বিশেষ মুহূর্ত

সেরাম গ্রুপের নিউটাউন ইউনিটের পক্ষ থেকে নিখরচায় স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হল নজরুল তীর্থ মেট্রো স্টেশনের পাশে

গড়িয়াহাট মোড়ে সেরাম গ্রুপের উদ্যোগে ১০ ফেব্রুয়ারি নিখরচায় স্বাস্থ্য শিবির

স্বামী বিবেকানন্দের কলকাতা প্রত্যাবর্তন র‍্যালি বিধান সরণীতে পৌঁছল

বিধান সরণীতে সেরামের মঞ্চে উপস্থিত স্বামী সারদাত্মানন্দ

হুগলীতে বাহক রক্ত পরীক্ষা শিবির

রামকৃষ্ণ আনন্দ আশ্রমে থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা শিবির চলছে

রোটারি ক্লাব কলকাতা নর্থ ইস্টের উদ্যোগে থ্যালাসেমিয়া বাহক রক্ত পরীক্ষা শিবির চলছে

ভয়ঙ্কর বাবা সেবা সোসাইটিতে চলছে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির

সন্তানের বিয়ে দিচ্ছেন ?

যার সঙ্গে বিয়ে দিচ্ছেন সে থ্যালাসেমিয়া বাহক কিনা দেখেছেন কী ?

থ্যালাসেমিয়া কী ? থ্যালাসেমিয়া একটি জিন ঘটিত রোগ

থ্যালাসেমিয়া রোগের লক্ষণ ঃ ১। রক্তে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ কমে যায়। ২। বয়স অনুযায়ী বাচ্চার বৃদ্ধি হয় না, কিন্তু প্লীহা **(Spleen)** বৃদ্ধি ঘটে, পরিণতি মৃত্যু।

থ্যালাসেমিয়া রোগের কারণ কি? ঃ যেকোন একজন থ্যালাসেমিয়া বাহক যদি অপর বাহককে বিয়ে করে তাহলেই পরের প্রজন্মে থ্যালাসেমিয়া অসুখ হবার সম্ভাবনা থাকবে। কিন্তু থ্যালাসেমিয়া বাহক কোন অসুখ নয়, বাহকের সঙ্গে সাধারণের বিয়ে হলেও পরের প্রজন্মের থ্যালাসেমিয়া অসুখ নিয়ে পৃথিবীতে আসবার কোন সম্ভাবনা থাকবে না।

থ্যালাসেমিয়া রোগ প্রতিরোধের উপায় - আমাদের আবেদন

সুজনেষু,

আসুন, জন্মানোর এক বছর পর থেকে বিবাহের আগে পর্যন্ত থ্যালাসেমিয়া বাহক রক্ত পরীক্ষা করে / করিয়ে এবং দুজন বাহকের মধ্যে বিবাহ না দিয়ে আপনিও থ্যালাসেমিয়া মুক্ত সমাজ গড়ার শরিক হোন।

ডাঃ ভাস্করমণি চ্যাটার্জী, সভাপতি
সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনসন ফেডারেশন

সহ সভাপতি
স্বামী সারদাত্মানন্দ মহারাজ ও ডাঃ শেখর ঘোষ
সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনসন ফেডারেশন

সঞ্জীব আচার্য্য, সম্পাদক
সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনসন ফেডারেশন

কার্যকরী কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ ঃ ডাঃ প্রভাত ভট্টাচার্য, তিনকড়ি দত্ত, অজয় চৌবে ও মৃদুল ব্যানার্জি

সদস্যবৃন্দ ১) সন্দীপ মিল, ২) শীলা নন্দী, ৩) মালঞ্চ সাহা, ৪) রুবী মণ্ডল, ৫) এস এস চন্দ্র, ৬) সুদীপা কর্মকার, ৭) বিবেকানন্দ ঘোষ, ৮) অশোক পাল, ৯) প্রিয়জিত ভৌমিক, ১০) রামপ্রসাদ চক্রবর্তী, ১১) সুকোমল দে, ১২) সঞ্জয় সেনগুপ্ত, ১৩) নিবেদিতা আচার্য্য, ১৪) অভিষেক কুমার মিত্র, ১৫) রণিতা মিত্র, ১৬) কৃষ্ণ চ্যাটার্জি, ১৭) দেবশঙ্কর নন্দী, ১৮) মিতালি পাল, ১৯) সৌমিত্র বসু, ২০) সুচিত্রা মুখার্জি, ২১) আবীর চ্যাটার্জি, ২২) সঞ্জয় সাহা, ২৩) আশীষ ভট্টাচার্য্য, ২৪) স্বপন কুমার ভুঁইয়া, ২৫) সেখ নাজিবুর রহমান, ২৬) তৃষ্ণা বসু, ২৭) ঝর্ণা সাহা, ২৮) অনুরাধা মণ্ডল, ২৯) শুভ্রজিৎ দত্তগুপ্ত, ৩০) রেবা রায়, ৩১) বৈজন্তী নন্দন, ৩২) কণিকা বিশ্বাস, ৩৩) সীমা সাহা, ৩৪) ঝুমা দে, ৩৫) ইন্দ্রজিৎ চক্রবর্তী, ৩৬) স্বপন দে, ৩৭) জয়দেব দে, ৩৮) পৌলমি ভট্টাচার্য্য, ৩৯) অবন্তী পাল, ৪০) লীলাবতী মল্লিক, ৪১) কেয়া ঘোষ, ৪২) সুরজিৎ দত্ত, ৪৩) মুনমুন হোড়, ৪৪) দিলীপ হোড়, ৪৫) সাগর দত্ত, ৪৬) নীলিমা বর্মণ, ৪৭) রজত বোস, ৪৮) পাপান বৈরাগী, ৪৯) অয়ন ধর, ৫০) প্রীতম ধর, ৫১) সুচিত্রা মুখার্জি, ৫২) রীতা ব্যানার্জি, ৫৩) সৌরভ চক্রবর্তী, ৫৪) মল্লিকা ভট্টাচার্য্য।

সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনসন ফেডারেশন থ্যালাসেমিয়া ক্যাম্প ও বাহক রক্ত পরীক্ষার জন্য যোগাযোগ করুন
১০, ভূপেন বোস এভিনিউ, কোলকাতা-৭০০ ০০৪, যোগাযোগ ঃ ৯৮৩০৫ ৬০২৯৬

Owner- Sanjib Acharya, Printer-Sanjib Acharya, Publisher- Sanjib Acharya, Published from- 122/2, Panchanantala Road , P.O.Paschim Putiary, Kolkata- 700 041, District- South 24 Parganas, Printed from- Diamond Art Press, 37/A, Bentinck Street, Kolkata-700 069, Editor- Sanjib Acharya. Editorial and Corporate Office : 98305 60296.